এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ ডিসেম্বরে ব্রিগেডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, আমন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী ও ভাগবত ৩
সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ে বচসা থেকেই খুন সার্থক ৩

কলকাতা ১০ নভেম্বর ২০২৬ ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.11.2026, Vol. 20 Issue No. 148, 8 Pages, Price 3.00



টালা ট্যাঙ্কের মেগা পাইপে ফাটলের জেরে জলমগ্ন এলাকা। ছবি: অদিতি সাহা

টালার পাইপ ফেটে জল থইথই শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর রেশ তখনও কাটেনি শহরের অলিতে-গলিতে। উৎসবের আবেশ মেখে কলকাতা যখন সবেমাত্র ঘুম ভেঙে আড়মোড়া ভাঙছে, ঠিক তখনই এক মুহূর্তে ছন্দপতন! সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হঠাৎই টালা ট্যাঙ্কের মেগা পাইপে ধরে ফাটল। উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ ও টালা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটতেই নিমেষের মধ্যে রাজপথ ভাসিয়ে চারদিকে আছড়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল। ব্রিটিশ আমলের ঐতিহাসিক ৭২ ইঞ্চির সুবিশাল ভূগর্ভস্থ প্রধান ওয়াটার পাইপলাইন ফেটে একাকার অবস্থা। আর তারই জেরে জলবন্দি হয়ে পড়েন উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলের বাসিন্দারা।

এদিকে ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসরে নামেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। জল সরবরাহ বিভাগের শীর্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে তড়িঘড়ি এক জরুরি বৈঠক ডাকেন তিনি। নির্দেশ দেওয়া হয়; 'ওয়ার ফুটওয়ে' কাজ করে সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে। এর পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পুরসভার মেরামতি দল ও টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা। রাস্তা ও ট্র্যাকের জমা জল দ্রুত বের করতে একাধিক হেভি-ডিউটি পাম্প নামানো হয়।

পাইপ ফাটার পর জল যেন বাঁধভাঙা নদীর মতো হু হু করে বেরোতে থাকে। দেখতে দেখতে টালা সংলগ্ন বনমালী সরকার স্ট্রিট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত নদীর রূপ নেয়। রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে যাওয়ায় চূড়ান্ত বিপাকে পড়েন পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে এবং কোনওরকম বড়সড় শর্ট সার্কিট বা অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা এড়াতে তড়িঘড়ি বনমালী সরকার স্ট্রিটের বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাবে কেটে দেয় প্রশাসন। পুরসভার পুরনো ৫ নম্বর (বর্তমানে ৯ নম্বর) ওয়ার্ডের এই বাসিন্দারা দীপাবলির সকালে একাধারে জলবন্দি ও অন্যদিকে অন্ধকারাবৃত হয়ে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েন।

এই ঘটনায় কলকাতা পুরসভার তরফে দ্রুত একটি অ্যাডভাইজরি বা সতর্কবার্তা জারি করে জানানো হয়েছে, টালা জলাধার থেকে শহরের অন্য প্রান্তের জল পাঠানোর মূল ধমনীটিতে ফাটল ধরেছে। ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ; কলকাতার এক বিরাট অংশে পানীয় জলের পরিষেবা বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে। আর যে সব এলাকায় এর প্রভাব পড়তে পারে তার মধ্যে রয়েছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও কলেজ স্ট্রিট চত্বর, বিধান সরণি ও রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস ও এজেসি বোস রোড, বালিগঞ্জ ও কসবা।

হস্টেলে উদ্ধার এনআরএসের তরুণ চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর সন্ধ্যায় নাগের বাজারের একটি হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার হলো নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের এক তরুণ চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ। মৃত চিকিৎসকের নাম অভিজিৎ সরকার (২৮)। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। তবে ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়া একটি রহস্যজনক নোট, হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাস এবং পরিবারের করা খুনের গুরুতর অভিযোগের জেরে এই মৃত্যুর নেপথ্যে দানা বেঁধেছে রহস্য।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিজিতের বাড়ি নদিয়ার কালীগঞ্জের মাঝেরগ্রামের সাপজলায়। তিনি এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের ২০১৮ ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। হাউস স্টাফশিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে তিনি স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল পরীক্ষার (পিজি এন্ট্রান্স) জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গত ১৬ অগস্ট থেকে নাগেরবাজারের ওই 'মডার্ন হস্টেল'-এ থাকা শুরু করেন তিনি। প্রথমে মাত্র তিন দিনের জন্য অতিথি হিসেবে ২০ নম্বর ঘরটি ভাড়া নিলেও পরে পাকাপাকি ভাবে সেখানেই থাকতে শুরু করেন অভিজিৎ।

পুলিশ ও হস্টেল সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরের দিকে নাগেরবাজার থানার পুলিশ হস্টেল কর্তৃপক্ষকে ফোন করে ২০ নম্বর ঘরের আবাসিক অভিজিতের খোঁজ নিতে বলে। সেই ফোন পেয়ে হস্টেলের ম্যানেজার এবং মালিকের মেয়ে পায়েল সেনাপতি ২০ নম্বর ঘরের সামনে যান। ঘরের দরজা ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। অনেক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর দরজায় কয়েকটি ধাক্কা দিতেই হঠাৎ ছিটকিনি খুলে যায়। তাঁরা দেখতে পান, ঘরের মধ্যে ফ্যানের রডের সঙ্গে দড়িতে ঝুলছে অভিজিতের দেহ। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

হস্টেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, অভিজিৎ একটি সিঙ্গেল রুমে একা থাকতেন। হস্টেলের অন্য আবাসিকদের সঙ্গে তিনি খুব একটা মিশতেন না। পায়েল সেনাপতির দাবি, 'বেশির ভাগ সময়ই নিজের ঘরেই থাকতেন ওই চিকিৎসক। হস্টেলের কর্মীদের সঙ্গেও খুব কম কথা বলতেন।' ঘরের ভিতর থেকে প্রচুর পোড়া সিগারেটের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে পুলিশের তদন্তে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি হাতে লেখা নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে সেই নোটে ঠিক কী লেখা রয়েছে, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে হস্টেল মালিকের মেয়ের দাবি, ওই নোটে মানসিক চাপের কথা উল্লেখ করেছিলেন অভিজিৎ। পুলিশ তাঁর মোবাইল ফোন, উদ্ধার হওয়া নোট এবং ঘরের অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তদন্তের স্বার্থে ঘরটি সাময়িক ভাবে সিল করে দিয়েছে।

পাশাপাশি, মৃত চিকিৎসকের সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ও হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাসের ওপরও বিশেষ নজর রাখছেন তদন্তকারীরা। মৃত্যুর আগে হোয়াট্সঅ্যাপে বেশ কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ স্টেটাস দিয়েছিলেন অভিজিৎ। যার মধ্যে একটিতে লেখা ছিল, 'আমি আর পেরে উঠছি না।' প্রাথমিক ভাবে মানসিক অবসাদের তত্ত্বকেই সামনে রাখছেন তদন্তকারীরা। তবে পুলিশের এই আত্মহত্যার তত্ত্ব মানতে নারাজ মৃত চিকিৎসকের পরিবার।

এবার রায়গঞ্জ

পুলিশের গুলিতে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত নিকেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে। রবিবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে বাংলা-বিহার সীমানার কাছে তাকে ধরতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পুলিশের বক্তব্য, প্রথমে তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দিলীপ। এরপর আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হন পুলিশকর্মীরা। পরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নতুন করে এনকাউন্টার বিতর্ক শুরু হয়েছে।

গত ৫ নভেম্বর আব্দুলঘাটার কুলিক ফরেস্ট এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১৩ বছরের এক নাবালিকার পচাগলা দেহ। সেই মৃত্যুর ময়নাতদন্তে ধর্ষণের পর ওই নাবালিকার খুনের তথ্য সামনে আসে। এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে ৪৬ বছরের দিলীপ রায়কে মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে পুলিশ। ওই ঘটনার পর থেকেই সেঅভিযুক্ত দিলীপ ঘোষ পলাতক ছিল। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাংলা-বিহার সীমানার একটি পুকুরঘাট এলাকায় তাকে ধরতে যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।



ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে তারা ওই অভিযুক্তর খোঁজে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার দিন পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত দিলীপের গোপন আস্থানায় পুলিশ এসে পৌঁছেছে বুঝতে পেরে সেই সময় পুলিশের গাড়ির টায়ার-সহ বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। এরপরই নিজেদের আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। আর পুলিশের গুলিতে জখম হয় দিলীপ। ঘটনাস্থল থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধারের কথাও জানায় পুলিশ। ৪মে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বারুইপুর, গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের পর রায়গঞ্জেও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। পরপর এই ঘটনাগুলি অপরাধ দমনে সরকারের কঠোর অবস্থানকে সামনে আনলেও পুলিশের গুলি চালানোর আইনি প্রক্রিয়া ও তার যথার্থতা নিয়ে বিতর্কও নতুন করে তুলতে শুরু করেছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলো। যদিও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাবালিকার বাবা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন আজ যা করেছে তার জন্য আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' এছাড়াও নাবালিকার পরিবারের দাবি, পুলিশ তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে তিন দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এবং ঠিক তিন দিনের মধ্যেই তারা অভিযুক্তকে ধরে এনকাউন্টার সম্পন্ন করেছে।

'পুলিশের কাজ কি বন্দুক পকেটে রাখা?'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত পাঁচ মাসে এ নিয়ে চতুর্থ পুলিশি 'এনকাউন্টার' হল রাজ্যে। সোমবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিনরাজ্যে পালানোর সময় পুলিশকে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ। পাল্টা গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ওই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, পুলিশকে আক্রমণ করলে তারা তো জবাব দেবেই। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বলেন, 'বন্দুক কি পুলিশের পকেটে রাখা কাজ?' পাশাপাশি, তোলাবাজি ইস্যুতে সকলকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, 'তৃণমূল আমলের রোগ' দেখা দিলে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'নেশা-ভাঙ করা মাফিয়াদের, ধর্ষণকারীদের এবং অনুপ্রবেশকারীদের এ রাজ্যে কোনও স্থান নেই।'

কালীঘাট-কাণ্ডে অভিযুক্তরা 'বহিরাগত', দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটের অশান্তির ঘটনায় যে চারটি এফআইআর হয়েছে, তার মধ্যে একটিতে নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দিঘায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ভিডিয়ো দেখে, চিহ্নিত করেই গ্রেপ্তার করছে পুলিশ।' তাঁর দাবি, ওই দিন যাঁরা অশান্তির ঘটনায় যুক্ত ছিলেন, তাঁরা আদতে ওই এলাকার লোকই নন।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি কারও নামে অভিযোগ করব না। কাউকে হিরো করতে চাই না।



পুলিশকে চড় মারতে উদ্যত হলে, চোখ দেখালে, হুমকি দিলে যে ধারায় মামলায় হওয়া উচিৎ, সেটাই হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু জানিয়েছেন, পুলিশ আহত হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিয়ো দেখে দেখে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। চার্জশিট হবে, কাস্টডি ট্রায়াল করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তবে কালীঘাটের ঘটনায় যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা হরিশ মুখার্জি, বা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের লোক নয় বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কাউকে ছাড়ার কোনও সিন নেই। যারা ধরা পড়েছে, তারা একবালপুরের লোক। রাত ২টোর সময় একবালপুর থেকে বিশেষ লোকেরা কী করতে গিয়েছিল? সেইজন্য ধরা হয়েছে।' যে রাজনৈতিক লোকদের দেখা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মমতার বাড়িতে দিল্লির পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের পর ফের নজিরবিহীন রাজনৈতিক ও আইনি তৎপরতা দেখল শহর কলকাতা। কালীঘাট তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে আচমকাই হাজির হলো দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল। রাজধানী দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় দায়ের হওয়া একটি পুরনো মামলার ভিত্তিতে তাঁকে নোটিস দিতে এবং সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এই অভিযান বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এত বছর পর পুরনো মামলার এই নতুন তৎপরতাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লিতে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার একটি গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতেই দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। সেই পুরনো মামলার রেশ ধরেই সোমবারে একাধিক ধারায় নোটিস হাতে মমতার কালীঘাটের বাড়ির অন্দরে পৌঁছন দিল্লির তদন্তকারী আধিকারিকেরা। যদিও ঠিক কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, মামলার সুনির্দিষ্ট আইনি ধারাগুলি কী কী অথবা দিল্লি পুলিশের কাছে আদালতের কোনও বিশেষ পরোয়ানা বা নির্দেশ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, পুলিশি দলটির উদ্দেশ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান রেকর্ড করা এবং নোটিসের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

নিষেধাজ্ঞা-ধরপাকড়েও অব্যাহত শব্দদৈত্যের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পর্ষদের তরফে। নির্দিষ্ট ছিল নিষিদ্ধ বাজির তালিকাও। কিন্তু কালীপুজোর রাতে সমস্ত নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের আকাশে-বাতাসে চলল অবাধ শব্দতাণ্ডব। রাতভর দেদার শব্দবাজি ফাটানো এবং বিশৃঙ্খলার অভিযোগে শহরের নানা প্রান্ত থেকে মোট ৫৯২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২৩৮.৬ কেজি নিষিদ্ধ বাজি এবং ৬ লিটার বেআইনি মদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের দাপট থেকে নিস্তার পাননি তিলোত্তমার বাসিন্দারা।

উৎসবের রাতে বাজি বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কমে যাওয়ায় পুলিশের নজরদারি নিয়ে নাগরিকদের বড় অংশে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যেখানে গত বছর ৮৫২.৪৫ কেজি নিষিদ্ধ বাজি ও ৬৮.৪ লিটার বেআইনি মদ ধরা পড়েছিল, সেখানে এ বার বাজেয়াপ্ত বাজির পরিমাণ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। ফলে নাগরিকদের প্রশ্ন, কড়া নজরদারির অভাব ছিল বলেই বাজারে এভাবে রমরমিয়ে বাজি বিকিয়েছে কি না তা নিয়ে।

এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারের রাতে নিষিদ্ধ বাজি পোড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২০৫ জনকে। পাশাপাশি অসংযত আচরণের অভিযোগে ধরা পড়েছে ৩৮৭ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে নিষিদ্ধ বাজির মামলায় ১৮৩ জন, বিশৃঙ্খলার দায়ে ৪৫১ জন এবং জুয়া খেলার অপরাধে ৬ জনকে পাকড়াও করা হয়েছিল।

উৎসবের রাতে বাজি-তাণ্ডবের পাশাপাশি ট্র্যাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেও ছিল ট্র্যাফিক পুলিশের করা নজরদারি। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো থেকে শুরু করে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, এমন সব বিভিন্ন অভিযোগে কালীপুজোর রাতে মোট ৫৯৩টি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত বছর কালীপুজোর রাতে পথ-বিধি ভঙ্গের অভিযোগে মোট ৮৮২টি মামলা দায়ের হয়েছিল। অন্যদিকে, এ বার শহরে ফানুস ওড়ানোর ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ছিল। বহুকালের প্রথা মেনে বাজারে ফানুস বিক্রি বন্ধ থাকলেও গোপনে অলিগলিতে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে ফানুস। অবশ্য আকাশে ওড়ার আগেই বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

বামেদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর রাতে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় শব্দবাজি পোড়ানো এবং তার জেরে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, শব্দবাজি নিয়ে সমালোচনা করছে মূলত বামপন্থীরাই। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিয়েছে। রাত ১০টার পর কোথাও কোথাও বাজি পোড়ানোর ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বহু বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ডিজে বাজানো কার্যত বন্ধ



করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ সরকারও চায় না, তবে দীপাবলি ও কালীপুজোয় মানুষ গ্রিন ক্র্যাকার ফাটিয়ে আনন্দ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, সনাতন ধর্মের উত্থান মেনে নিতে না পেরেই একাংশ এই সমালোচনা করছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অতীতে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর দাবি, শাস্ত্র মেনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের গুরুত্ব রয়েছে।

পুলিশের ভূমিকায় আস্থা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুলিশ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যৌথভাবে নজরদারি চালিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিটি বাড়ি বা আবাসনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কালীপুজোর রাতে কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও কোথাও প্রাণহানি হয়নি এবং দমকল ও স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান তিনি।

ধর্ষণের দায়ে এয়ারপোর্টে গ্রেপ্তার তৃণমূলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণ, প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস অবশেষে পুলিশের জালে। সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদে হাজিরা দেওয়ার পরও রেহাই মিলল না তাঁর। প্রায় ১৭ দিন ধরে আত্মগোপন করে থাকার পর সোমবার সন্ধ্যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিমান ধরে মুম্বই পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বিধায়কের। তবে তার আগেই এসওজি-র জালে ধরা পড়ে যান তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর ক্যানিং থানায় পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩২৩ (মারধর), ৪২০ (প্রতারণা), ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) এবং ৫০৬ (হুমকি দেওয়া)-র মতো একাধিক জামিনঅযোগ্য গুরুতর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলা রুজু হওয়ার পর বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দু'বার তলব করে সিআইডি। তিনি একবার তদন্তকারীদের মুখোমুখি হলেও, পরবর্তী তলবগুলিতে নানা বাহানায় হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন।



অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান বিধায়ক পরেশরাম দাস। ক্যানিংয়ে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে ৪ জন স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত বিধায়কের খোঁজ মিলছিল না। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সিআইডি-র লাগাতার চাপ এবং পুলিশি গ্রেপ্তার এড়াতেই কলকাতা ছাড়ার ছক কষেছিলেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় বারুইপুর জেলা পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, বিধায়ক পরেশরাম দাস বিমানবন্দর থেকে মুম্বইগামী বিমানে চড়ে চম্পট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খবর পাওয়ামাত্রই বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং শীর্ষ আধিকারিকদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল বিমানবন্দরে পৌঁছয়। বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশের সাহায্য নিয়ে বিমানবন্দরের ভিতর ও বাইরে ফাঁদ পাতা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, DR.SUBHOSRI SAHA alias DR.SUBHOSRI SAHA BOSE, w/o Dr.Kallol Bose R/o Deshbandhu park, Sonarpur, Kolkata 150, is the same person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Shaikh Bahar Uddin (old name), S/o. Late Sk Taher Ali, R/o. Vill. Jagulia, P.O. Ekterpur, P.S. Balagarh, Dist. Hooghly, Pin 712123, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Shaikh Bahar Uddin to Muhammad Bahar Uddin (New Name) and henceforth I shall be known as Muhammad Bahar Uddin in all purpose, vide an affidavit no. 35 sworn before The Notary Public, Hooghly, Sadar Court on 02/11/2026. I, Muhammad Bahar Uddin & Shaikh Bahar Uddin, S/o. Late Sk Taher Ali, both are the same & one identical person.

I, Sahina Bibi, W/o. Sk Shridam, R/o. Keranidanga, Dingalhat, P.O. Bansberia, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin 712502, W.B., have changed my Name from Sayra Bibi to Sahina Bibi, vide Affidavit No. 25965, dated 04.11.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Sahina Bibi instead of Sayra Bibi and my correct D.O.B. is 01.01.1975 instead of xx/xx/1973 and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Sahina Bibi and Sayra Bibi W/o. Sk Shridam both are the same and one identical person.

গত 03/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 25780 নং এফিডেভিড বলে আমি, Chamele Saha, D/o. Sahadev Saha, W/o. Jadav Saha, সাকিম বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Ananya Saha) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1380, dated 25.11.2014, D.O.B. 27.10.2014) কন্যার মাতার সঠিক নাম Chamele Saha-এর পরিবর্তে Chameli Saha লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া মাতার সঠিক নাম Chamele Saha লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Chamele Saha ও Chameli Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী প্রিয়াঙ্কা দাস স্বর্ণকার, স্বামী- সুভাষ স্বর্ণকার এর নিকট হইতে 2023 সালে ADSR দেবগ্রাম অফিসের ১০২১৭ নং একখণ্ড আমমোক্তারনামার দলিল বলে General Power of attorney করেন হাঁসখালি থানার অন্তর্গত তাপস বিশ্বাস পিতা: নিখিল বিশ্বাস, যার মৌজা ৬০ দেবগ্রাম, LR খতিয়ান ২০৩০৯, LR দাগ ৪৭৫৪ RS দাগ ৩৯৫১, যাহা তিনি উক্ত Power of attorney বলে দেবগ্রাম নিবাসী রিন্টু দাস পিতা রাধেশ্যাম দাস কে ADSR Debagram অফিসে 2023 সালে 10509 নং কোবলা দলিল বলে বিক্রি করেন, যাহা তিনি উক্ত দলিল বলে রেকর্ড করিবেন,যদি উপরিক্ত সম্পত্তিতে মিউটেশন পত্তনে কারোও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে কালীগঞ্জ BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী গায়ত্রী বসু**, স্বামী ৺ত্রিদীব নাথ বসু, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ ও **২)শ্রীমতী পদ্মিনী চক্রবর্ত্তী**, স্বামী সুকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম ৬৩৬ জি.টি.রোড, কালিতলা শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৩/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-02967/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী তুষার কান্তি মন্ডল**, পিতা ৺কার্ত্তিক মন্ডল, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৭২২ ও ৮৬৯৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৮৩৯৫ তথা হাল এল.আর. ৮৪১৭ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১১৪ শতকের মধ্যে একত্রে মোট **২৩ শতক** আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ১২/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03207/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সোমনাথ মান্ডি**, পিতা কানু মান্ডি, সাকিম আটকেটিয়া বৈদ্যপুর, বৈদ্যপুর, কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২২, মহাশয়কে ৮৭২২ নং খতিয়ান হইতে **০৮ শতক** সম্পত্তি এবং বিগত ইং ৩০/১০/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-05181/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দেবদাস সরকার**, পিতা মৃন্ময় সরকার, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে ৮৭২২ ও ৮৬৯৬ নং খতিয়ান হইতে, **১১ শতক** সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি এবং বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সোমনাথ মান্ডি ও ২)শ্রী দেবদাস সরকার**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পাণ্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **শ্রী তুষার কান্তি মন্ডল**, আমমোক্তার

নৈহাটির কারিগর পাড়ায় মন্দির গড়ে উঠবে: অর্জুন



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির কারিগর পাড়ায় শ্যামা পুজোতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আমিনের বিরুদ্ধে। সেখানে হাজির হয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ দাস হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, পুজোতে বাধা দিলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে। যদিও পুজো বন্ধের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই সনাতনীরা একজোট হয়ে নৈহাটির কারিগর পাড়ায় ধুমধাম করেই শক্তি মায়ের আরাধনা করেছেন। সোমবার সন্ধেয় কারিগর পাড়ায় শ্যামা পুজোয় অংশ নিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। সনাতনীদের আশ্বস্ত করে মন্ত্রী বলেন, এখানে কালী মন্দির গড়ে উঠবে। সেখানে নিয়মিত পুজো হবে। মন্দির নির্মাণের সমস্ত খরচ তিনিই বহন করবেন। মন্ত্রী আরও জানান, এবারে নেলসন রোড দিয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রা যাবে। কারিগর পাড়ার মোড়ে হালিশহর পুরসভার তরফে নির্মাণ করা হয়েছে তোরণ। সেখানে সাধক রামপ্রসাদ এবং শ্যামা মায়ের মূর্তি বসানো হবে। মন্ত্রীর কথায়, মসজিদে আজান হবে। আর মন্দিরে ঘণ্টা বাজবে, এটাই তো বাংলার ঐতিহ্য। নৈহাটির কারিগর পাড়ায় শ্যামা পুজোর মণ্ডপে এদিন হাজির ছিলেন নৈহাটি ও বীজপুরের বিধায়ক যথাক্রমে সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত দাস, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি মানস দে, বিজেপির বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে, হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি প্রমুখ।



ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরে চলছে আরতি।

এনআরএসে অগ্নিকাণ্ড, চিকিৎসকদের বাজি ফাটানো ঘিরে উত্তাল হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের আলোর মাঝেই কালীপুজোর রাতে বিধ্বংসী আগুন শহরের অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতাল নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বয়েজ হোস্টেল চত্বরে। বাজি ফেটে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। খোদ 'সাইলেন্স জোনে' কড়া আইনি বিধিনিষেধ উড়িয়ে হবু ডাক্তারদের বেপরোয়া বাজি পোড়ানো এবং তার জেরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসাজগৎ সহ সর্বস্তরে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার কালীপুজোর রাতে অন্য আর পাঁচটা জায়গার মতোই বাজি ফাটানোর আনন্দে মেতে উঠেছিলেন এনআরএসের জুনিয়র ডাক্তার ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ। অভিযোগ, রাত ৯টা নাগাদ হস্টেল চত্বরে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও আতশবাজি পোড়ানোর সময় আচমকাই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় হোস্টেল প্রাঙ্গণে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় হস্টেলের আবাসিকদের মধ্যে। তবে বড়সড় বিপর্যয় ঘটার আগেই দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠেন কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীরা। হোস্টেলে থাকা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন বাগে আনেন। ফলে সে যাত্রায় বড় ধরনের বিপদ ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই ঘটনা একাধিক বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রশাসনিক নজরদারি ও হবু চিকিৎসকদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ভর্তি থাকা হাজার হাজার রোগীর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে হাসপাতাল ও তার আশপাশের এলাকাকে সংবেদনশীল বা 'সাইলেন্স জোন' ঘোষণা করা থাকে। সেখানে উচ্চশব্দ তো দূরের কথা, গাড়ির হর্ন বাজানোও আইনিভাবে অপরাধ। তা সত্ত্বেও কীভাবে হস্টেল চত্বরে নিষিদ্ধ বাজির ভাণ্ডার পৌঁছাল এবং খোদ চিকিৎসকরাই সাইলেন্স জোনের নিয়ম বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজি ফাটালেন, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারত অন্য একটি কারণে। যে হোস্টেল চত্বরে ঘটনাটি ঘটেছে, তার ঠিক সংলগ্ন ভবনটিতেই রয়েছে হাসপাতালের 'চেস্ট ডিপার্টমেন্ট' বা বক্ষব্যাধি বিভাগ। যেখানে ভর্তি রয়েছেন মারাত্মক শ্বাসকষ্ট ও জটিল ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত শয়ে শয়ে মুমূর্ষু রোগী।

খেত বাঁচাতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কৃষি জমির উর্বরা শক্তি বাড়াতে কলকাতায় চারদিনের সফরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর। মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন নানা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। মন্ত্রীকে স্বাগত জানান তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্পের সম্পাদক সৌমেন কোলে। আগামী চারদিন কৃষি বিষয়ে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী।।

জমির উর্বরা শক্তি বাড়াতে ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক সার। ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার দ্রুত কমিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাসায়নিক সারের বদলে প্রাকৃতিক চাষ বা ন্যাচারাল ফার্মিংয়ে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর। প্রাকৃতিক চাষ দেশের পরম্পরা এক পদ্ধতি। যেখানে গোরুর মল ও নানা প্রাকৃতিক জিনিস জমিয়ে চাষের কাজে ব্যবহার করা হত। উৎপাদিত শস্য ও ফসলের স্বাদ ছিল অন্যরকম। বর্তমানে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয়। রাসায়নিক সারে উৎপাদিত পণ্যের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে, এর ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ বাসা বাধছে। এরপরই কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের তরফে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ানো। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ বাংলায় কতটা রূপায়িত হয়েছে। তা খতিয়ে দেখতে চারদিনের কলকাতা সফরে এলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর। চারদিনের এই সফরে ক্ষেত বাঁচাও অভিযান নিয়ে নানা আলোচনা ও অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন।

শিল্প প্রকল্পে গতি আনতে নির্দিষ্ট সময়সীমা, বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকবে নোডাল আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিল্প স্থাপনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বিনিয়োগকারীদের আবেদন থেকে উৎপাদন শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালু করছে নবান্ন। পাশাপাশি, বড় প্রকল্পগুলির জন্য লগ্নির পরিমাণ অনুযায়ী বিশেষ আধিকারিক নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্প প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া সিঙ্গল উইন্ডো পোর্টালের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। অনলাইনে আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার সুবিধাও থাকবে। আবেদন জমা পড়ার পর সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়ে দেবে কোনও নথি বা তথ্যের ঘাটতি থাকলে। ফলে দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তায় অপেক্ষা করতে হবে না বিনিয়োগকারীদের। প্রয়োজনীয় নথি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে লেটার অফ ইনটেন্ট জারি করবে সরকার। এই অনুমোদনপত্র তিন বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে সরকারি নীতিতে পরিবর্তন এলেও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ঘোষিত সুবিধা অপরিবর্তিত থাকবে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু না হলে নতুন করে আবেদন করতে হবে। উৎপাদন শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতির রিপোর্ট পোর্টালে আপলোড করতে হবে। এর ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং কোথায় কোনও জট তৈরি হলে, তা দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে। উৎপাদন শুরুর ছয় মাসের মধ্যে সরকারি প্রণোদনার জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে শংসাপত্র জারি করবে সরকার। ওই শংসাপত্রে প্রকল্পটি কী কী সরকারি সুবিধা পাবে এবং তার সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ থাকবে। কর ও বেতন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সংগ্রহ করে ৩০ দিনের মধ্যে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হবে। সেই অর্থ সরাসরি সংস্থার ব্যাঙ্ক হিসাবে পাঠানো হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর প্রণোদনার দাবি জানানো যাবে।

বিনিয়োগ বা কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে সরকারি সহায়তা আনুপাতিক হারে কমানো হতে পারে। তবে কোনও বিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় নোডাল এজেন্সি প্রতি ১৫ দিনে বৈঠক করবে। মুখ্যসচিব প্রতি মাসে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অনুমোদন প্রয়োজন হলে তা পেতেও রাজ্য প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গড়ে ওঠা প্রকল্পগুলিও এই ব্যবস্থার আওতায় থাকবে। লগ্নির পরিমাণ অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য পৃথক সহায়ক আধিকারিক নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি লগ্নির প্রকল্পে থাকবেন নির্দিষ্ট বিজনেস ম্যানেজার। ৫০০ কোটির বেশি বিনিয়োগে দায়িত্বে থাকবেন এক জন সিনিয়র আধিকারিক। এক হাজার কোটির বেশি লগ্নির ক্ষেত্রে বিশেষ সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক এবং আড়াই হাজার কোটির বেশি বিনিয়োগের প্রকল্পে সচিব পর্যায়ের আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হবে। শিল্প স্থাপনের প্রতিটি ধাপে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও সমন্বয় নিশ্চিত করাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।



আমহার্স্ট স্ট্রিটের কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের নথি তলব, পর্যালোচনায় রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরে হওয়া চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। গত প্রায় ১৫ বছরে বিভিন্ন দপ্তরে হওয়া এই নিয়োগগুলি বিধি মেনে হয়েছিল কি না, তা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কাছে প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য চাওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ এবং গ্রাম পুলিশ-সহ বিভিন্ন শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মীর নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যও এই পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে।

নবান্ন সূত্রের দাবি, এত বিপুল সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়োগের পদ্ধতি; উভয় বিষয়ই খতিয়ে দেখা হবে। কোন দপ্তরে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে, কী প্রক্রিয়ায় নিয়োগ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিধি অনুযায়ী রয়েছে কি না, সেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, ভবিষ্যতে সরকারি কর্মী নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। তবে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই পর্যালোচনার আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া কর্মীদের লক্ষ্য করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কর্মচারী সংগঠনের একাংশের মত, নিয়োগের সময় যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে, তার দায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের। সেই কারণে কর্মরত কর্মীদের অযথা হয়রানির শিকার হওয়া উচিত নয়। আবার অনেক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর বক্তব্য, নথি জমা দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। অতীতেও একাধিকবার একই ধরনের তথ্য প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হয়েছে। সরকার এখনও স্পষ্ট করে জানায়নি, এই পর্যালোচনায় কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দীপাবলির আনন্দ-উৎসবে অগ্নিকাণ্ডের জোড়া ধাক্কা হাওড়ায়, পুড়ে ছাই লিলুয়ার ৬টি দোকান ও শিবপুরের পাটবোঝাই ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আলোর উৎসবের রাতে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের জোড়া ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল হাওড়া জেলা। দীপাবলির বাজির আগুন থেকেই এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে দমকল বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন। একটি ঘটনায় হাওড়ার লিলুয়া এলাকায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি দোকান এবং অন্য ঘটনায় শিবপুরে জুটমিলের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাট বোঝাই ট্রাকে বিধ্বংসী আগুন লাগে। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে লিলুয়ার পঞ্চাননতলা বাজারে। দীপাবলির রাতে হঠাৎই বাজারের একটি দোকানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন আশেপাশের দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাজারের মোট ৬টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির মধ্যে একটি চাউমিনের দোকান এবং একটি বেডিং-এর দোকান ছিল। স্থানীয় সূত্রের খবর, এই দোকানগুলির পিছনের অংশে উৎসবের প্যান্ডেলের জিনিসপত্র, শুকনো বাঁশ ও কাঠ মজুত থাকায় আগুন অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় দোকানের ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারগুলি সময়মতো সরিয়ে নেওয়ায় এক বড়সড় বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গোটা এলাকা। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত বা জখম হননি।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকার একটি জুটমিলে। মিল চত্বরে একটি ট্রাকে বিপুল পরিমাণ পাটজাত সামগ্রী বোঝাই করে রাখা ছিল, যা পরদিন সকালে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানোর সময় কোনো একটি জ্বলন্ত বাজির অংশ বা স্ফুলিঙ্গ এসে ট্রাকের পাটের ওপর পড়ে। নিমেষের মধ্যে পুরো ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত



আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। উৎসবের রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হাওড়ার দুটি জনবহুল এলাকায় এমন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দীপাবলির রাতের দুটি ঘটনারই প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল আধিকারিকরা।

ক্ষমতা হারাতেই কালীঘাটে খাঁ-খাঁ উঠোন, চাটুকারিতার অবসান না বাস্তবের মুখোমুখি তৃণমূল নেত্রী?

দেবাশিস দে ● কলকাতা

ক্ষমতা থাকাকালীন চাটুকারদের যে ভিড় রাজপ্রাসাদ ঘিরে রাখত, কুর্সি উল্টে যেতেই সেই ভক্তবৃন্দের রাতারাতি বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার চিরন্তন রাজনৈতিক সত্য আরও একবার স্পষ্ট হল কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে যে বাড়ির চত্বর কালীপুজোর রাতে ক্ষমতার সমার্থক ও রাজ্যের অঘোষিত নবান্ন হয়ে উঠত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর সেই চেনা জলসাঘর যেন এক লহমায় স্তব্ধ। এবার আর পুলিশের কনভয়ের সাইরেন নেই, নেই ভিআইপি-ভিভিআইপিদের লম্বা লাইন, নবান্নর শীর্ষ আমলা ও পুলিশকর্তাদের উপচে পড়া আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা কিংবা টলিউডের কৃত্রিম হাসির ভিড়। ক্ষমতার মোহিনী মায়া অপসৃত হতেই এবার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে দেখা গেল এক চরম নিঃসঙ্গ ও শুনশান ছবি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এতদিন যে সমাগমকে 'জনপ্রিয়তা' বলে দাবি করা হত, তা আসলে ছিল স্রেফ সুবিধাভোগী শ্রেণি ও ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মধ্যস্বত্বভোগীদের এক অশুভ জমায়েত। এদিনের পুজোয় ফিরহাদ হাকিম কিংবা অরূপ বিশ্বাসের মতো অতি-ঘনিষ্ঠ হেভিওয়েট নেতাদের রহস্যজনক অনুপস্থিতি দলের অন্দরের ভাঙন ও সুবিধাবাদী রাজনীতির চরিত্রকেই বেআব্রু করে দিয়েছে। এমনকী প্রতিবার যাঁদের নিয়ে রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করা হত, সেই নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদেরও এবার আর নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। যদিও দলের কিছু পুরনো মুখ যেমন সৌগত রায়, দোলা সেন কিংবা কুণাল ঘোষদের নিয়মরক্ষার খাতিরে দেখা গিয়েছে এবং রাতের দিকে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তবুও চাটুকারিতার যে আস্তানা এতদিন কালীঘাট কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল, তা আজ সম্পূর্ণ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। একদা বিরোধী শিবিরের দিকে তোপ দাগা তৃণমূল নেত্রীকে এদিন একা বসে পুজোর কাজ সামলাতে দেখে রাজনৈতিক মহলের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ; বাংলার জনতা যেমন ব্যালট বাক্সে তুষ্টিকরণ ও দুর্নীতির রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়েছে, তেমনই ক্ষমতা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের তৈরি হওয়া কৃত্রিম বলয়ও যে ফেটে গেছে, তা স্পষ্ট। ক্ষমতা হারানো নেত্রীর আটপৌরে শাড়িতে একা পুজো সামলানোর এই ছবি আসলে এক চরম রাজনৈতিক বার্তা; বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতার দম্ভ ও স্তাবকতার সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, আর হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই খাঁ-খাঁ উঠোনই প্রমাণ করছে যে, সুবিধাবাদীদের দিয়ে গড়া শক্তির ভিত ক্ষমতার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে মিলিয়ে যায়।



শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং

হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,

ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১

ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ২০২৬, ২৩ কার্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার

দীপাবলির রাতে বিষাক্ত বাতাসে ঢাকল কলকাতা, একিউআই ৪৩৭!

কাঁকুড়গাছিতে ৬১০, সল্টলেকের ইই ব্লকে ৬৬২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার দীপাবলির রাতে বাজির ধোঁয়ায় কার্যত শ্বাসকষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বাতাসে দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দীপাবলির রাত ২টো নাগাদ কলকাতার গড় বায়ুমান সূচক বা একিউআই দাঁড়ায় ৪৩৭। যেখানে বিধাননগরের সল্টলেক ইই ব্লকে সেই মাত্রা পৌঁছয় ৬৬২-তে। পাশাপাশি কাঁকুড়গাছিতেও একিউআই-এর মাত্রা ছিল ৬১০। এই পরিসংখ্যানই জানিয়ে দিচ্ছে, উৎসবের রাতে বাজির ধোঁয়া কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। সোমবার দেওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতার বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে পিএম ২.৫-এর পরিমাণ ছিল ২৯৩ মাইক্রোগ্রাম। পিএম ১০-এর মাত্রা পৌঁছয় ৩৫৪ মাইক্রোগ্রামে। উত্তর কলকাতার একাধিক এলাকায় পরিস্থিতি ছিল যথেষ্টই উদ্বেগজনক। উত্তর কলকাতার মানিকতলায় একিউআই ৫৩৮, বেনিয়াপুকুরে ৫২৮, লেবুতলায় ৪৯১ এবং কাশীপুরে ৪৯০ রেকর্ড করা হয়।



তবে শুধু উত্তর কলকাতা নয়, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতাতেও দূষণের দাপট দেখা যায়। মধ্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একিউআই ছিল ৪৮৪। এলগিন রোড ও হেস্টিংসে ৪৬২, ময়দানে ৪৬১। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার চক্রবেড়িয়ায় ৪৭৮, বালিগঞ্জে ৪৭৪, লেক টেরাসে ৪৪৬ এবং ভবানীপুরে ৪৩২ ছিল দূষণ সূচক। বিধাননগরের ডিজে ব্লকে ৫৫৭ এবং পুরসভা এলাকায় ৪৯০-এ পৌঁছয় এই মাত্রা। বাতাসের একিউআই বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত, এই পরিস্থিতি বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বিপজ্জনক। ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থসারথি ভট্টাচার্য বলেন, একিউআই ৪০০ ছাড়িয়ে যাওয়া মানে স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতি হওয়া। যাঁদের আগে থেকেই হাঁপানি, সিওপিডি বা অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে ইনহেলার ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং খুব প্রয়োজন না থাকলে সকালের দিকে বাইরে বেরনো একেবারেই বন্ধ রাখা উচিত।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পরামর্শ, বাড়ির জানলা বন্ধ রাখতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে হলে এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের দূষিত বাতাসের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দেন তারা। তবে দেশের দূষণচিত্রের তুলনায় কলকাতার অবস্থান অনেকটাই ভালো ছিল। দীপাবলির রাতে দিল্লিতে একিউআই ১৭১৩-তে পৌঁছয়। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ১৫৯৭, উজ্জয়িনীতে ১৫৩০ এবং রতলমে ১২৭০ রেকর্ড করা হয়। দেশের সবচেয়ে দূষিত দশটি শহরের তালিকায় কলকাতার নাম না থাকলেও আন্তর্জাতিক দূষিত শহরের তালিকায় তার অবস্থান ছিল ৭২ নম্বরে। তবে দেশের অন্য শহরের তুলনায় কলকাতা পিছিয়ে থাকলেও শহরের নিজের দূষণ পরিস্থিতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক, তা স্পষ্ট। উৎসবের আনন্দের পরেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বাজি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাতভর এই বিপুল দূষণ কী ভাবে ছড়াল, আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এখন চিন্তার ভাঁজ পড়ছে প্রশাসনের কপালে।

ডিসেম্বরে ব্রিগেডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, আমন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী ও মোহন ভাগবত



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বরের শেষে রাজ্যবাসী ফের এক বৃহৎ গীতাপাঠ দেখতে চলেছে। চলতি বছরেই ফের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে চলেছে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর সেখানে ১০ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। ডিসেম্বরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই গীতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্ধারিত দিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। গীতার দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে শুরু করে মহকুমা ও ব্লক স্তর পর্যন্ত এই কর্মসূচির প্রস্তুতি চালানোর জন্য কমিটি তৈরি করার কাজ শুরু হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় প্রচার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত, জানিয়েছেন, আগামী ১২ নভেম্বর একটি বৈঠকে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। তাঁর কথায়, ২৯ ডিসেম্বর ব্রিগেডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামী মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পাশাপাশি বৈষ্ণব গুরুরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এতে যোগগুরু রামদেবেরও উপস্থিত থাকার কথা বলেই জানা যাচ্ছে। এর আগে নবদ্বীপে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। পরে কলকাতার ব্রিগেডে এক লক্ষ ৩৭ হাজার মানুষের সমবেত গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় এক লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ। পরবর্তী সময়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ব্রিগেডে আয়োজিত আরেকটি অনুষ্ঠানে প্রায় ছয় লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল বলে আয়োজকদের দাবি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ লক্ষে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সমাজে গীতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে কার্তিক মহারাজ বলেন, আমাদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলতা এবং মানসিক অবসাদ দূর করতে শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রয়োজন। তাঁর দাবি, আগের আয়োজনগুলির মতো এবারও সব ধর্মের মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। যদিও চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হবে ১২ নভেম্বরের বৈঠক থেকেই। সেখানেই চূড়ান্ত করা হবে আয়োজনের রূপরেখা, অতিথিদের উপস্থিতি এবং ১০ লক্ষ মানুষের সমাগম নিশ্চিত করার প্রস্তুতি ও প্রচারের সমস্ত পরিকল্পনা।

দূষণ কমাতে কলকাতার রাস্তায় গোলাপজল স্প্রে, নতুন উদ্যোগের কথা জানালেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বায়ুদূষণ মোকাবিলায় এবার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শহরের যে সমস্ত এলাকায় বাতাসের গুণমান তুলনামূলক খারাপ, সেখানে নিয়মিত জলকণা ছড়ানোর ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরসভা। এর পাশাপাশি কালীপুজো-সহ বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে সেই জলের সঙ্গে মেশানো হবে গোলাপজল। এই বিষয়ে মন্ত্রীর দাবি, এতে যেমন একদিকে বাতাসের ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণ হবে, পাশাপাশি শহরের পরিবেশে ছড়াবে গোলাপের মিষ্টি সুগন্ধ। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ ধারাবাহিক ভাবে চালানো হচ্ছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্ত্রী লেখেন, 'কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং শহরের পরিবেশকে আরও নির্মল রাখতে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত যে সমস্ত এলাকায় একিউআই তুলনামূলকভাবে বেশি, সেখানে নিয়মিত 'ওয়াটার মিষ্ট' স্প্রে করা হচ্ছে।' এই ব্যবস্থায় বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ কমানো এবং বায়ুর গুণমান কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তবে উৎসবের দিনগুলিতে এই ব্যবস্থায় যুক্ত হতে চলেছে নতুন



সংযোজন। অগ্নিমিত্রার কথায়, 'কালীপুজো-সহ বিভিন্ন বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে 'ওয়াটার মিষ্ট'-এর সঙ্গে 'গোলাপ জল' মিশিয়ে স্প্রে করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাতাসের ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণে আসবে, অন্যদিকে গোটা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে গোলাপজলের মনোরম সুগন্ধ।' দীপাবলির রাতে কলকাতার দূষণ পরিস্থিতির সঙ্গে বিদেশের শহরের তুলনাও টানেন মন্ত্রী। সম্প্রতি নিজের লন্ডন সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লেখেন, সেখানে কয়েকটি জায়গায় বায়ুর গুণমান সূচক ১০-এর নীচে, কোথাও আবার ১-এর কাছাকাছি দেখেছেন। অন্য দিকে, কলকাতায় বছরের অধিকাংশ সময়েই একিউআই ২০০-র নীচে নামানো যাচ্ছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মন্ত্রীর দাবি, এই পরিস্থিতি নাগরিকদের স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্টই চিন্তার বিষয়। তাই পুরসভার পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে শহরের বাতাসের মান উন্নত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর বক্তব্য, 'পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও সুগন্ধময় কলকাতা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। শহরকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমাদের কলকাতা, আমাদের দায়িত্ব।' যদিও কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি ও দূষণ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মন্ত্রীর এই ঘোষণা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি শহরের পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও যে প্রশাসনের নজরে আছে, নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে সেই বার্তাই দিলেন অগ্নিমিত্রা। তবে এই উদ্যোগ বাস্তবে বায়ুদূষণের মাত্রা কতটা কমে, তা নির্ভর করবে এই পদ্ধতির নিয়মিত প্রয়োগ এবং তার কার্যকারিতার উপর বলেই মনে করছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

দীপাবলির রাতে রাজপথে পুরমন্ত্রী, খতিয়ে দেখেন শহরের বাজি-বিধি ও নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির উৎসবের আলোয় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকে, তা সরেজমিনে দেখতে দীপাবলির রাতে কলকাতার রাজপথে নামলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। রবিবার উৎসবের মরশুমে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক কেমন, তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে মধ্যরাতেই পরিদর্শনে বের হন তিনি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, দীপাবলির রাতে মহানগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আদালত ও সরকারের বেঁধে দেওয়া বাজি-সংক্রান্ত নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করাই ছিল মন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এদিন মধ্যরাতে হাজরা মোড়-সহ কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও যানজটপ্রবণ মোড়গুলি নিজে গাড়ি নিয়ে ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। ঘোরার ফাঁকে বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে নিরাপত্তার খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। এছাড়াও উৎসবের রাতে বাজি ফাটানোর নির্ধারিত সময়সীমা এবং শব্দবিধি বজায় রাখতে প্রশাসন কতটা সক্রিয়, সেই বিষয়েও তিনি খোঁজ নেন।

এদিনের পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, দীপাবলির আনন্দ যাতে প্রত্যেকে শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন, সেই পরিবেশ বজায় রাখাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে বাজি-বিধির জেরে সাধারণ মানুষ বা পরিবেশের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। উৎসবের রাতেও প্রশাসনের এই তৎপরতা ও মন্ত্রীর সরাসরি মাঠে নেমে তদারকিকে সাধুবাদ জানান শহরের সাধারণ নাগরিকরা।



বিদায়বেলায়...। বাজে কদমতলা ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

টালা পাইপলাইন বিপর্যয় জলমগ্ন কলকাতা স্টেশন, দফায় দফায় পিছোল দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচি



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার টালা এলাকায় পুরসভার একটি বিশাল জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার জেরে সোমবার সকাল থেকে তীব্র জলমগ্ন হয়ে পড়ল কলকাতা স্টেশন ও তার সংলগ্ন চত্বর। এই আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণে পূর্ব রেলের চক্ররেল পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচি দফায় দফায় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় রেল কর্তৃপক্ষ। আর এর জেরেই যথেষ্টই ভোগান্তির মুখে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। এই ঘটনার বিষয়ে পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ৯ নভেম্বর সোমবার সকালে কলকাতা পুরসভার একটি ৭২ ইঞ্চির প্রধান জলের পাইপলাইন ফেটে যায়। এর ফলে কলকাতা স্টেশনের স্টেবল ইয়ার্ড লাইন এবং সার্কুলার লাইন এলাকায় ব্যাপক জল জমে যায়। এই জল জমার কারণেই ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থে বেশ কিছু ট্রেনের সময় নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও পূর্ব রেল সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমে ট্রেনের সময় একবার পরিবর্তন করা হলেও, দুপুরের দিকে জল না কমায় সময়সূচি পুনরায় পরিবর্তন করতে হয়। রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্টেশনের রেললাইন ও ইয়ার্ড থেকে জল বের করার কাজ চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সার্কুলার রেলের পরিষেবা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। ট্রেন ছাড়ার সময় বারবার বদলে যাওয়ায় কলকাতা স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। যদিও পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে যাত্রীদের স্টেশনে আসার আগে বর্তমান সময়সূচি ভালো করে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

নোটিস ছাড়াই ২০৫টি বিএড কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ৫৭টি প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে একযোগে ২০৫টি বিএড কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া ও অ্যাফিলিয়েশন স্থগিত করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা মহলে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের জেরে থমকে গিয়েছে নতুন সেশনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া। কোনো রকম আগাম নোটিস বা কারণ দর্শানোর পর্যাপ্ত সুযোগ না দিয়েই কেন এমন চরম পদক্ষেপ নেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ৫৭টি বিএড কলেজ। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। মঙ্গলবার উচ্চ আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য অ্যাফিলিয়েশন নবীকরণের অযোগ্য কলেজগুলির একটি তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করেছে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তালিকায় থাকা কলেজগুলি নির্ধারিত সরকারি ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ২০২৬-২০২৮ সেশনে এই চিহ্নিত কলেজগুলি বিএড কোর্সে কোনো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি নিতে পারবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পরিকাঠামো ও শিক্ষক সংক্রান্ত ঘাটতি দ্রুত মেটাতে পারলে পরবর্তী ২০২৭-২০২৯ সেশনের জন্য এই কলেজগুলি পুনরায় আবেদন করতে পারবে।



শিক্ষার গুণমান সুনিশ্চিত করতেই যে এই কড়া পদক্ষেপ, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'শিক্ষাকে কোনোভাবেই ব্যবসা বা পণ্য করতে দেওয়া হবে না। শিক্ষার মান ধরে রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর।' সেই লক্ষ্যেই উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে বিএড, আইটিআই, পলিটেকনিক এবং ফার্মা কলেজগুলিতে সমন্বিত কড়া পরিদর্শন অভিযান চালায়। দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গোটা প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে পরিচালিত হয়েছিল। যেখানে প্রথম দফার পরিদর্শনে প্রাথমিক পরীক্ষার পর রাজ্যজুড়ে মাত্র ১৫৬টি বিএড কলেজকে ২০২৬-২০২৮ শিক্ষাবর্ষে সরাসরি ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়া ৪১৫টি কলেজকে পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য ২১ দিনের শো-কজ বা নোটিস পাঠানো হয়েছিল।

এরপর দ্বিতীয় দফার যাচাইয়ে শো-কজের জবাবে ৯টি কলেজ কোনো উত্তর দেয়নি। বাকি কলেজগুলির জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ নতুন পরিদর্শক দল গঠন করে দ্বিতীয় দফার সরেজমিনে পরীক্ষা চালানো হয়। এরপর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষার পর দেখা যায় ২৩৭টি কলেজ প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে। ফলে গত ৪ নভেম্বর থেকে তাদের ২০২৬-২৮ সেশনে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশিষ্টাংশ ২০৫টি কলেজ গুণমান রক্ষায় চরম ব্যর্থ হওয়ায় ২০২৬-২৮ সেশনের জন্য তাদের ভর্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

এদিকে নোটিস ছাড়া হঠাৎ ভর্তি বন্ধের ফলে যেমন শত শত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও আবেদনকারী পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে, তেমনই কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়। এখন মঙ্গলবার হাইকোর্টের শুনানির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সমস্ত পক্ষ।

ফরতাবাদ-কাণ্ডে নয়া তথ্য, সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ে বচসা থেকেই খুন সার্থক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ-ইন সঙ্গীকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে বেশ কিছু তথ্য সামনে এল পুলিশের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর বারাসাতের বাসিন্দা সার্থক পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হলেও দীর্ঘদিন ধরে গড়িয়ার বাসিন্দা সঞ্চালিকার সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন। সঞ্চালিকার বাড়িতে সার্থকের অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনকী প্রেমিকার দাদু-দিদা ও মায়ের সঙ্গেও তৈরি হয়েছিল অত্যন্ত সুসম্পর্ক। পরিবারের তরফেও তাঁদের এই সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়েছিল। কালীপুজোর দিন একসঙ্গে বাজি কেনা থেকে শুরু করে রাতে উদযাপনের পরিকল্পনা সবই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সেই আনন্দের রাতের আড়ালেই যে ঘনাচ্ছিল এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি, তা টের পাননি কেউ।

তদন্তে উঠে এসেছে, দীপাবলির রাতে ঘরের ভেতরে বসে মদ্যপান করছিলেন সার্থক ও সঞ্চালিকা।



মদ্যপ অবস্থাতেই দু'জনের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বচসা। গোলমালের মূল কারণ ছিল 'তৃতীয় ব্যক্তি'। পুলিশ সূত্রে খবর, সঞ্চালিকার অভিযোগ ছিল সার্থকের একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। পাল্টা সার্থক দাবি করেন, সঞ্চালিকারও একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এই নিয়েই কথা কাটাকাটি চরম আকার ধারণ করে। বচসা চলাকালীনই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সঞ্চালিকা কাঁচি বা ছুরি জাতীয় একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে সার্থকের ঘাড় ও গলায় সজোরে কোপ বসায় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বের হতে থাকে সার্থকের। ধস্তাধস্তি ও চিৎকার শুনে ছুটে আসেন সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু। প্রাথমিক জেরায় মৌমিতা দেবী দাবি করেছেন, তিনি সার্থককে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই খুনের পেছনে তাঁর সরাসরি কোনও মদত বা ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

শনিবার রাতে ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে আর্ত চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তাঁরাই রক্তাক্ত অবস্থায় সার্থককে উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই গড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা সিল করে দেয়।

খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সঞ্চালিকা ও তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে। তবে যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, তা এখনও উদ্ধার করা যায়নি। এদিকে ঘটনার তদন্তে নামানো হচ্ছে ফরেনসিক টিমও। ঘটনাস্থল থেকে রক্তের নমুনা ও অন্যান্য বায়োলজিক্যাল প্রমাণ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

সম্পাদকীয়

বিদেশেও ইউপিআই, পর্যটকদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত মোদী সরকারের

বিদেশে ঘুরতে গেলে বড় সমস্যা হল মুদ্রা বা কারেন্সি। বিদেশে গিয়ে মুদ্রা এক্সচেঞ্জ বা মুদ্রা ভাঙানো অথবা ক্রেডিট কার্ডের ঝামেলা থেকে এবার মুক্তি পেতে চলেছেন ভারতীয় পর্যটকরা। আর তাদের সেই মুক্তি দিল মোদি সরকার। এবার থেকে দুবাইয়ের বিখ্যাত বুর্জ খলিফা কিংবা সিঙ্গাপুরের জনপ্রিয় রিসর্টস ওয়ার্ল্ড সেন্টোসার মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও সরাসরি ব্যবহার করা যাবে ভারতের নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেম ইউপিআই। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এনপিসিআই-এর আন্তর্জাতিক শাখা এনআইপিএল-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ফলেই এই সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে দুবাই এবং সিঙ্গাপুরে এই পরিষেবা চালু হয়ে গেল। গত ২৯ জুলাই দুবাইয়ের আইকনিক অ্যাট দ্য টপ, বুর্জ খলিফায় অনলাইন বুকিংয়ের জন্য ইউপিআই চালু হয়েছে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ইউপিআই গ্রহণকারী এটিই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রথম কোনও পর্যটন কেন্দ্র। এছাড়াও গত সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরের রিসর্টস ওয়ার্ল্ড সেন্টোসা-য় ইউপিআই পরিষেবা চালু হয়েছে। এর ফলে ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ওশেনিয়াম এবং অ্যাডভেঞ্চার কোভ ওয়াটারপার্কের মতো সিঙ্গাপুরের জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পটগুলির টিকিট কাটার ঝামেলা কমল। কেন্দ্র আন্তর্জাতিক স্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ করতে অনেক কাজ করছে। এর আগে আইফেল টাওয়ারের টিকিট কাটার জন্যও ইউপিআই পরিষেবা চালু হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্বের ১০টি দেশ যেমন, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ফ্রান্স, মরিশাস, নেপাল, ভুটান, কাতার, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া এবং গ্রিসে ভারতীয়রা ইউপিআই ব্যবহার করতে পারেন। শীঘ্রই ১১ নম্বর দেশ হিসেবে তালিকায় ঢুকছে উজবেকিস্তানও। বিশ্বমঞ্চে ভারতের ফিনটেক ব্যবস্থার এই বিস্তার দেশের প্রযুক্তিগত মুকুটে এক নতুন পালক। সেই সঙ্গে যা ভারতীয় পর্যটকদের বিদেশ ভ্রমণকে আরও সহজ করবে।

শব্দছক ৩০৭

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

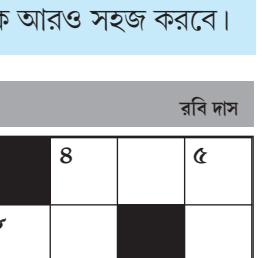
পাশাপাশি: ১. আইনবিরুদ্ধ কর্ম ৪. খেয়া পারাপারের জন্য দেয় অর্থ ৬. ধাক্কা ৭. অট্টালিকার স্বাধীন বিভাগীয় অংশ ৯. দুঃখের খবর ১১. বালিময় ভূমি ১৪. গাছের ছাল ১৬. সর্বদাই যে ঝগড়া করে ১৯. সুন্দরী নারী ২০. গুরু-গম্ভীর ধ্বনি ২১. মেম-এর বিপরীত ২২. ননী চুরি করা গোপাল

ওপর-নিচ: ১. অযত্ন ৩. পতিত হওয়া ৩. চিৎকারযোগে তিরস্কার ৪. এক প্রকার শাক ৫. খাদ-মুক্ত ৮. হাসি ৯. যে পদার্থ জলে ভাসে ১০. বহনকারী ১২. মন্ত্র শব্দে ধ্বনিত ১৩. কলুষিত ১৪. যে পক্ষ কেস রজু করেন ১৫. স্থূলোদর ১৬. হঠাৎ ১৭. আদেশ করে ডেকে পাঠানো ১৮. শব্দের অক্ষর বিন্যাস ২০. সোহাগ চাঁদবনিধনী — তো দেখি

সমাধান ৩০৬ — পাশাপাশি: ১. সাধন ৩. করণিক ৩. বয়াম ৬. পাতা ৭. লবেজান ৯. তিলক ১০. বিজয়া ১২. কবুতর ১৪. মার ১৫. ময়দা ১৭. সমাপন ১৮. রহস্য

ওপর-নিচ: ১. সাধ ২. নবতাল ৩. কমল ৪. কর্তন ৬. পাতিলেবু ৮. জানোয়ার ১১. জমাদার ১২. কলস ১৩. রমন ১৬. হাস্য

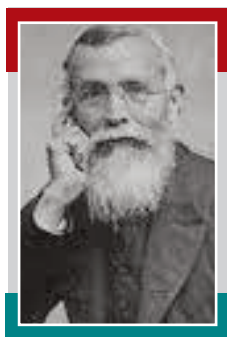
আজকের দিন



■ **১৯০৮** — ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসি কার্যকর করা হয় আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে।

■ **১৯৮৬** — বাংলাদেশে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয় এবং দেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

জন্মদিন



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৮ স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৫৪ বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামীর জন্মদিন।

১৯৬৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আশুতোষ রানার জন্মদিন।

ইউরোপ পুড়ছে: ঘটনাবলী থেকে আমাদেরও শিক্ষণীয় উদারতার ভাবালুতায় দ্বার অবারিত রাখার বিষময় ফল

শান্তনু রায়

ছবি ও কবিতার দেশ ফ্রান্সের একাধিক শহর এখন জ্বলছে । প্যারিস মার্সেই, লিঁয়, বোঁর্দো ও লিমোজেসের মত শহরগুলি ব্যাপক হাঙ্গামা ও লুঠপাটের সাক্ষী।দেশের অনেকস্থানে ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিনষ্ট ও বিকৃত করার যূথবদ্ধ চেষ্টা হয়েছে -অনেকটা চব্বিশের আগস্টে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের মত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু শহরে কার্ফু জারী করা হয়েছে।ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিন লেকর্নু অভিযোগ করেছেন যে এই অরাজকতার পেছনে রয়েছে বিরোধী দলগুলি বিশেষত একটি বামপন্থী দল। অন্যদিকে অতি 'দক্ষিণপন্থী' দল 'ন্যাশনাল র‍্যা লি'র সভানেত্রী মেরিন ল্য পেন 'অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন'কে দায়ি করে বলেছেন- মাকরেঁর মধ্যপন্থী সরকার আসলে অযোগ্য।

ফরাসীদেশে এবিধ সহিংস কাণ্ডে বিধ্বস্ত নয় শুধু সেদেশ, ঘটনার অভিঘাতে ও পরিণাম আশঙ্কা অনুমান করে সন্ত্রস্ত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ। বেলজিয়াম ,স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি ইতালি গ্রীস এমনকি আলবানিয়া সহ প্রায় গোটা ইউরোপ ইতিমধ্যে সামিল গণবিক্ষোভে- মূল্যবৃদ্ধি বেকার সমস্যা,আবাসন সঙ্কট থেকে দৈনন্দিন জীবন ধারনের ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলনের এখন লক্ষ্য সরকারের পতন ঘটানো।সেজন্য প্রতিবাদের নামে হিংস্র বিক্ষোভ ধ্বংসাত্মক কাজে সামিল বিজাতীয় অভিবাসীরা এবং দেশের একশ্রেণীর 'বামপন্থীরাও যাদের দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি কোন মমত্ব বা আবেগ কিংবা স্বাভিমান থাকার কথা নয়। অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনই যে ইউরোপের এ দেশগুলির বিশেষত ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের সমস্যাজনিত বর্তমান গোলযোগের অন্যতম বিশেষ কারণ সে ক্ষোভ অভিবাসনবিরোধীদের।

এই দেশগুলির মধ্যে একমাত্র আলবানিয়ায় ক্যাথলিকরা সংখ্যালঘু এবং মুসলিম জনসংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি।সেখানে বৈদেশিক সাহায্যে উন্নয়নের নামে ব্যাপক নির্মাণ কার্যের বিরুদ্ধে পরিবেশ রক্ষার দাবিতে এ বছরের গোড়ার দিকে 'ফ্ল্যামিঙ্গ বিপ্লব' নামে আন্দোলন শুরু হলেও পরবর্তীতে তা সরকার অপসারণের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়। বিক্ষোভে উত্তাল ইতালির মিলান শহরে বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে উঠলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় মেলোনির সরকার।তবে ইতালি ও জার্মানিতে 'দক্ষিণপন্থী' শক্তিই ক্ষমতাসীন। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প ও দক্ষিণপন্থী নেতারাও এই ভাবনাকে প্ররোচিত করছেন যে অভিবাসন এবং একমাত্র অভিবাসনই এই সমস্যার মূলে এবং সর্বত্র দাবি উঠছে অভিবাসন নিয়ন্ত্রনে দরজা বন্ধ করার- অভিবাসীদের রুখতে ও আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের।মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ব্যাখ্যান একমাত্র সত্য না হলেও এবং দেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবিধ সমীকরন বিচার করলে এই হিংসাত্মক বিক্ষোভ ও লুঠপাটের ঘটনাবলীকে নিছক দক্ষিণপন্থী উত্থানের অজুহাত বা ঘটনাপ্রবাহ আখ্যা দেওয়া যেমন এক ধরণের অতিসরলীকরন বা ভাবের ঘরে চুরি করার সামিল তেমনই একে মতাদর্শহীন জেন জি দের নিছক প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলন হিসাবে গণ্য করাও এক ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবালুতা বৈ নয়।যদিও এ রাজ্যেরই কোন কোন সংবাদপত্র বা মাধ্যম অনিয়ন্ত্রিত ও অদূরদর্শী অভিবাসন জনিত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে সেরকমই অপচেষ্টায় নেমে পড়েছে।

প্রসঙ্গত জার্মানির 'দক্ষিণপন্থী' আসলে জাতীয়তাবাদী দল এ এফ ডির পক্ষ থেকেও ফ্রান্সের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে- ঢালাও অভিবাসন আর বাম চরমপন্থার বিপজ্জনক মিশ্রণ দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

তবে অন্য ক্ষেত্রে ট্রাম্পের প্রতি যাদের সবিশেষ বিরুপতা আছে তারাও মনে করেন ট্রাম্প বলেছেন বলেই নয়, আখ্যানটির প্রেক্ষিত যথাযথ বিচার বিবেচনা না করেই এক কথায় খারিজ করে দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলা ইউরোপের দেশগুলিতে অভিবাসন সমস্যার প্রেক্ষিতে ।

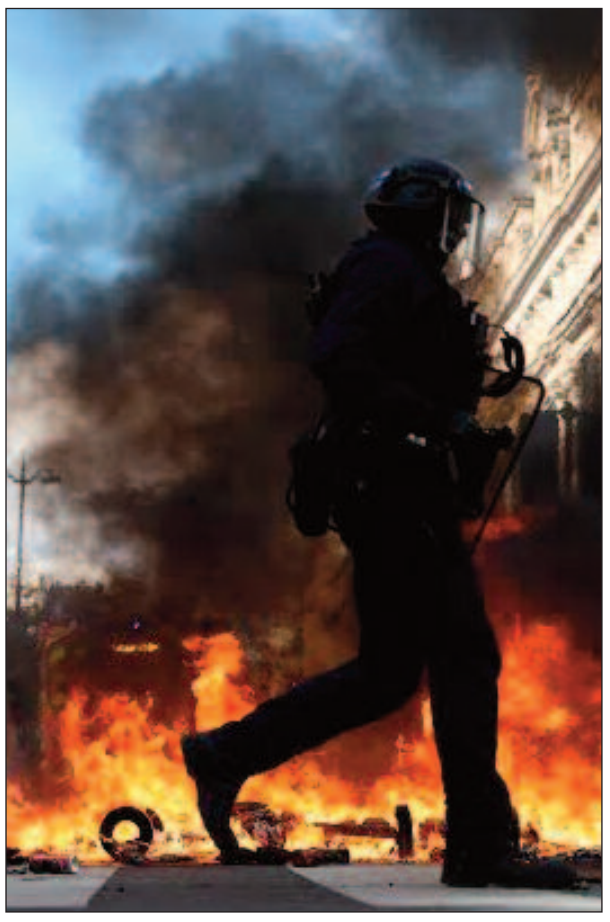
সে সমস্যা ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠেছে দশক কয় ধরেই। এর মধ্যে ফ্রান্সের অভিবাসন নীতি তুলনামূলকভাবে উদার হওয়ায় সমস্যা যে ক্রমশ গভীরতর হয়েছে তা হয়ত সময়ে পর্যালোচনা করা হয়নি বা হলেও প্রতিরোধমূলক বা রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়নি ফরাসী বিপ্লবের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহনকারী ভুমের মুক্তচিন্তা উদারতা ও সহিষ্ণুতার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রভাবে।কিন্তু তাতে হয়ত সেদেশের সমাজপরিসর হিংস্রতামুক্ত হয়নি,বরং খোলামেলা পরিসর বারবার হয়েছে বিঘ্নিত-মুক্ত চিন্তনের প্রকাশ হয়েছে বিড়ম্বিত।

একটু পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে দু'দশক আগেও যেমন ফরাসীদেশ একবার রক্তক্ষয়ী জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, বছর ছয় আগেও ফের একবার রক্তাক্ত হয়েছিল- এমনকি ২০২৩ এও আরো একবার জ্বলেছিল ফ্রান্স।তৈরি হয়েছে বারবার যেন এক সন্ত্রাসের আবহ।

সেই ২০০৫এর অক্টোবরের ঘটনাক্রম, ২০১৫ সালের অভিশপ্ত ৭ই জানুয়ারীতে কার্টুন পত্রিকা শার্লি এবেদোর অফিসে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে বারোজনের মৃত্যু ঘটানো এবং ২০১৯এ সমগ্র বিশ্বকে উত্তপ্ত ও স্তম্ভিত করা প্যারিসের কাছে স্কুল শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটির মুণ্ডচ্ছেদ করে নির্মম হত্যার ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট নির্দেশ করে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনজনিত সমস্যা এবং উদার ফরাসী সংস্কৃতির সঙ্গে রেজিমেন্টেড অভিবাসী সংস্কৃতির বৈপরীত্যজনিত সংঘাতের দিকেই।

ক্লাসে বাক স্বাধীনতা বিষয়ে পড়াতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে নাকি নবির কিছু বিতর্কিত কার্টুন দেখানোর 'অপরাধ' এ ২০১৯এ ওই ফরাসি শিক্ষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল ধর্মান্ধ এক ছাত্রের হাতে ।

আবার ২০১৫ সালে কার্টুন পত্রিকা শার্লি এবেদোয় নবিকে নিয়ে কার্টুন



প্রকাশের পর অভিশপ্ত ৭ই জানুয়ারীর দুপুরে দুই ইসলামী বন্দুকবাজ প্যারিসে পত্রিকা অফিসে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে বারোজনের মৃত্যু ঘটায়। সে বছরেরই নভেম্বরে প্যারিসের একটি প্রেক্ষাগৃহ সহ একাধিক জায়গায় একসঙ্গে হামলা চালিয়ে একশত্রিশ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে।সেই থেকেই চলে আসছে মাঝে মধ্যে এভাবে রক্তের অলিম্পন। একটু লক্ষ্য রাখলেই বোঝাযাবে এগুলি না ছিল কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফল।ছিল না দুই সেমিটিক মতাদর্শের সংঘাত মাত্র।

নিছক কার্টুনের উস্কানি বলে সেসময়ে অনেকের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতায় নৃশংস অপরাধও যেন একধরনের গা-সহা হয়ে যাচ্ছিল তেমনই এক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও যে সমাজ পরিসরে রোপিত হচ্ছিল তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রযন্ত্র অনুধাবন করলে আজকে এমন দিনটি হয়ত দেখতে হত না। প্যারিসের ওই ঘটনার পরেও ফরাসী দেশের নিসে একটি গির্জায় টিউনিসিয়া থেকে অনুপ্রবেশকারী এক মুসলিম তরুন হানা দিয়ে এক ফরাসী মহিলার মুন্ডচ্ছেদ করে এবং অন্য দুজনকেও হত্যা করে। ফ্রান্সের এবিধ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সর্বোতভাবেই ফরাসী বিপ্লবের চালিকাশক্তি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীর অনুসারী উদার ফরাসী সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। তবু সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র যথাসময়ে-না ২০০৫, না ২০১৫ না ২০১৯এও-উপযুক্তভাবে সচেতন হয়নি ঘটনার অন্তর্নিহিত ক্ষতিকর দিকটির সম্বন্ধে।

শুধু ফ্রান্সে নয়, বছর ছয় আগের ৩রা নভেম্বর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরের ছ'টি জনবহুল স্থানে আই এস সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিরা(একজন সিরিয়ায় জঙ্গী সংগঠনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে আগেও ধরা পড়েছিল)আক্রমণ চালিয়ে দুই মহিলাসহ পাঁচজনকে হত্যা করে, আহত পুলিশ সহ অনেকে। এই ঘটনায় অস্ট্রিয়া পুলিশের হাতে আটক ১৪ জনের মধ্যে আবার কয়েকজনের বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে।

প্রসঙ্গত প্রায়শ বলা হয়ে থাকে- সন্ত্রাসবাদীদের কোন ধর্ম থাকেনা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বজোড়া এক সন্ত্রাসবাদ চলছে ধর্মের নামে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার- -সেই অটোমান সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার অলীক কল্পনায়,ধর্মীয় আধিপত্যবাদের জিঘাংসায়। এই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রস্ত করে তুলছে সমগ্র সভ্যদুনিয়াকে ।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে ফরাসী জনসাধারণের অবিচল সমর্থনের বার্তা স্যামুয়েল প্যাটির শোকযাত্রায় বিপুল সংখ্যক মানষের পথে নেমে অংশগ্রহণে প্রকাশ পেলেও ইসলামীদুনিয়া কিন্তু প্যাটির ওই নৃশংস হননেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যথোচিত কঠোর প্রতিক্রিয়া জানায়নি। বরং পাকিস্থান সহ কয়েকটি ইসলামিক রাষ্ট্রপ্রধানগন এব্যাপারে ফরাসী প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সমালোচনায় অধিক্ মুখর হয়েছিলেন,এমনকি ফ্রান্সের পন্য বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন অনেক ইসলামিক রাষ্ট্র । মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ম্যাকরের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বানে রুষ্ট তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোগান ফরাসী প্রেসিডেন্টকে ব্যাক্তিগত আক্রমণও করেছিলেন। বিক্ষোভ চলেছিল বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রে, এদেশেও। তখনই দেখা গিয়েছিল ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের এক সংহত রূপ।

যদিও জার্মানি স্পেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছিল ইম্যানুয়েল ম্যাঁকরের সমর্থনে। পরের বছর নির্বাচনের মুখোমুখী হওয়ার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও ম্যাকরকে সেক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা নিতেই হতো এবিধ ঘটনায় ফরাসী জনগণও বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হওয়ায়।এতদসত্ত্বেও তুরস্কের এক অতিদক্ষিনপন্থী ও চরম জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করা ব্যতীত ফরাসী অভিবাসন নীতিতে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাননি ম্যাকর। দেশে একটা প্রশাসনিক শৈথিল্যও চলছিল এত ভয়ানক ও নৃশংস ঘটনাবলীর পরও।

ফ্রান্স সহ ইউরোপীয় দেশসমূহে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা মুক্ত চিন্তন চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের অন্যপাড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ধর্মীয় রেজিমেন্টেড সমাজে ধর্মীয় বিধানই দৈনন্দিন জীবন ও যাপনে একমাত্র নিয়ন্ত্রক বিধায় ধর্ম ও ধর্মগুরুর বিষয়ে অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা বিরাজ করায় এ বিষয়ে সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলে তীব্র ও চরম প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে।

ফরাসীদেশের সে ঘটনাবলীতে সরকারি স্তরে স্বাভাবিক উদারতায় যতই নরম মনোভাব দেখানো হোক না কেন ভুমধ্যসাগরের দু'পারের দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজন আরও শুধু যে প্রকট হয়ে পড়েছিল তা নয়,অন্যপাড়ের বিজাতীয় উগ্র আগ্রাসী সংস্কৃতির বাতাবরণই ইউরোপের দেশগুলিতে আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে গোপন প্রতিযোগিতায়-অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের সুযোগে ।হয়ত সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের ঢিলেমিতে জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপর আগ্রাসী প্রভাব বিস্তারের ইঙ্গিত বা সূচক নজরে আসেনি সময়ে।

প্রসঙ্গত পশ্চিম এশিয়া এবং আরব বিশ্বে একই ধর্মাবলম্বী বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী রণ চলতে থাকায়, প্রাণ বাচাতে সেসব দেশ থেকে অনেকেই কোনভাবে ভুমধ্যসাগর পার হয়ে পৌঁছে যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্সে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে, কারণ ছবি ও কবিতার দেশ উদার সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান ফ্রান্সের দুয়ার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উন্মুক্ত। প্যারিস হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। নিজের দেশ থেকে প্রাণের দায়ে বা ইউরোপের বৈভবমন্ডিত আধুনিক জীবনের হাতছানিতে এসব দেশে চলে আসা শরনার্থীদের মানসিকতায় মননে কিন্তু বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি উদার সাংস্কৃতিক পরিসরের ভুমে আশ্রয়লাভের সুযোগ পেয়েও। অনেক ক্ষেত্রে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পক্ষে থাকা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ছত্রভঙ্গ সদস্যরাও শরনার্থীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করছে ফ্রান্সের মত ইউরোপীয় ভুখন্ডে স্বচ্ছল এবং উদার গণতান্ত্রিক খোলামেলা আবহের সুযোগ নিয়ে- সেখানে সংগঠনকে জোরদার করে ভবিষ্যতে পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও। ফলত এই অভিবাসীরা আশ্রয়দাতা দেশের 'একদেহে লীন' তো হয়নি-হতে চায়নিও , বরং দৈনন্দিন যাপনে উন্নত পরিষেবার সুযোগ নিয়েও শুধু যে নিজস্ব কৌমেই আবদ্ধ থাকায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির আচ্ছন্নতায় তা নয়, সেদেশের সমাজ সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলেছে হয়ত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্যে।অনেকে বিশ্বত্রাস ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের সাথেও যুক্ত হয়েছে।উপর উল্লেখিত অনতিঅতীতের ওই ঘটনাবলী হয়ত সে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থারই প্রকাশ।

উদার অভিবাসনের সুযোগে শরণার্থী হিসেবে দেশে আশ্রয় নিয়ে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে দেশের মূল অধিবাসীদেরই সংখ্যালঘু করে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়ত দেরিতে হলেও হয়ত এখন কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে ।

প্রসঙ্গত শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এভাবে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ স্বাভাবিকভাবেই দেশের অর্থনীতিতে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি বেকারির সাথে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে।এবারে বিক্ষোভের সূচনা এসব ইস্যুতেই, যা জেন জি দের আন্দোলন বলে চিহ্নিত হয়েছিল প্রাথমিকভাবে কিন্তু ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সে আন্দোলন হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে রাজনীতির খেলায়, পেছনে আছে সেই ক্ষমতা দখলের নীলনকশা আগামী বছরে ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে।আন্দোলনে ব্যাপক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা স্মরণ করাচ্ছে ২০১৮য় জ্বালানী তেলের উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের কথাও।কারো কারো মতে বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভ উত্তেজনা 'ব্যাকলাশ' ভিন্ন কিছু নয় যাকে আবার পুঁজি করতে চাইছে বিশ্বরাজনীতির শকুনিরা।

এই সূত্রেই অনেকের মতে আবার দেশেদেশে এই অস্থিরতা তৈরির পেছনে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ডিপস্টেটের বিশেষ ভূমিকা আছে । প্রসঙ্গত ডলারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোকেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আনার এবং দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মেলনের সাম্প্রতিক উদ্যোগে নিঃসন্দেহে প্রমাদ গুনেছে আমেরিকা। গত সেপ্টেম্বরে ব্রিকস সম্মেলনেও ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য ছাড়াও ডলার বর্জন করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি নিজস্ব মুদ্রায় ব্যবসা আরম্ভ করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।এবিধ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই খুশি করবেনা আশু মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হতে যাওয়া একমেরু বিশ্ব তৈরির ভাবনায় উদ্গ্রীব ব্যবসায়ী ট্রাম্প সাহেবকে।লক্ষ্যনীয় ইউরোপের যেসব দেশ এখন আগুনে জ্বলছে তার প্রায় সবক'টিই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত।

এখন দেখার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনামত কোন অদৃশ্য কলকাঠিতে স্যেন নদীর অববাহিকার আগুনের এ আঁচে আর্যাবর্তও অগ্নিদগ্ধ করার ইন্ধন সফল হয় কিনা এদেশের জেন জি দের মগজধোলাই করে।তবে এই ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতায় আমাদের সকলেরও সতর্ক সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে না কি !

কালী কালজয়ী চেতনার আলো, চৈতন্যলোকের ঝাড়বাতি

স্বপনকুমার মণ্ডল

ঈশ্বরের চেতনা কতভাবেই না ব্যাপ্ত,তার ইয়ত্তা নেই । কল্পনার রঙে রাঙা হয়ে তার মূর্তি থেকে প্রতিমায় প্রকাশ মনের আকাশেই* বিচিত্র রূপ লাভ করে। সর্বত্র ঐশ্বরিক মহিমার বিস্তার । ছকবন্দি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে ভক্তি আর মুক্তির আড়ম্বর বিস্তার লাভ করে । সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনের অভ্যাসে পূজা উৎসবে মিলিয়ে যায়, সাধনের চেয়ে প্রসাধন বড় হয়ে ওঠে। ত্রাতা থেকে বিধাতার ঐশ্বরিক চেতনায় দেবদেবীর বহুরূপী আবির্ভাবও বিস্ময়কর । কত তার রূপ,কত ভাবেই তার প্রকাশ ! ধর্মপ্রাণ বাঙালিমানসেও মাতৃতান্ত্রিক চেতনায় তার পূজার্চনাও প্রতীয়মান । সেখানে মা কালীর ব্যতিক্রমী বিস্তারেই দেবীর আভিজাত্য ও সর্বজনীন আবেদনকে মূর্ত করে তোলে । অন্য সব দেবীর মধ্যে যে মাতৃরূপা প্রকৃতি বর্তমান,মা কালী তার সঙ্গে বেমানান। তাঁর মধ্যে ভয়াল ভয়ঙ্কর সংহারমূর্তি যেভাবে বিচিত্র রূপে মনে বীভৎস আকার ধারণ করে, তার প্রতি ভয়ে ভক্তি জেগে উঠলেও আরাধনা করার আবেগ অন্তর্হিত হয়,দৃষ্টি ফেরানোতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ মা কালীর পূজার অভাব নেই,ভক্তির পরাকাষ্ঠায় 'জয় মা কালী'। গৃহস্থের বাড়ি থেকে শ্মশানে সর্বত্র তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পূজার্চনা চলে । যত্রতত্র তাঁর মন্দির গড়ে ওঠে ।

দুর্ঘটনায় মুক্তি কামনা থেকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মনস্কামনা সব ক্ষেত্রেই মা কালীর ভয়ঙ্করী মূর্তিই নৈবেদ্যে আরাধ্য দেবী রূপে পূজিত হয় । তাঁর কত বিকট,উৎকট নাম। সেই নামের বহুরূপী ও বহুমুখী বিস্তারেই দেবীর সর্বজনীন আবেদন প্রকট মনে হয় ।* অথচ তাঁর দেবী দুর্গার মত দুর্গতিনাশিনী সর্বজয়া ভগবতীর অভয়া রূপ নেই,পারিবারিক সম্পর্কও মূর্ত হয়ে ওঠে না। সেখানে নৃমুণ্ডমালিনী মা কালীর নিরাবরণ শ্রীহীন রূপের দন্তবিদ্ধ নির্গত জিহ্বায় সলজ্জ বিকট মূর্তিই সর্বজনীন হয়ে উঠেছে,ভাবা যায় । গৃহস্থ পূজা করে,চোর-ডাকাতও করে। আবার থানার পুলিশও মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়। এরকম একই সঙ্গে সবার কাছে মা কালীর



আশ্রয়,প্রশ্রয় এবং ত্রাতা থেকে বিধাতা হয়ে ওঠাই শুধু নয়,বিশ্বাসের বরাভয় হয়ে ওঠার মধ্যেই দেবীর শক্তিদায়িনী প্রতিমা মনের জোর বাড়িয়ে চলে। সারদামণির কথায় তিনি সতেরও মা,অসতেরও মা । সেখানে সমাজের সর্বস্তরে মা কালীর আরাধনার মধ্যেই দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার অমোঘ প্রকাশ অন্যত্র লক্ষ করা যায় না ।

শক্তিসাধনা বা তান্ত্রিকতা সমাজমানসে বিস্তার লাভ না করলেও মা কালীর রক্ষাকর্ত্রী মাতৃরূপা প্রকৃতি বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় অন্ধকার থেকে আলোকদিশারি হয়ে উঠেছে । সেখানে যেকোনো প্রকার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মায়ের সংহার মূর্তি ভক্তমানসে জেগে ওঠে । দীনহীন অসহায় মানুষের মুখে 'জয় মা কালী','জয় মা তারা'র আলো ছড়িয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও 'মা কালীর দিব্যি' কেটে কথা বলার মধ্যে ছোট বেলাতেও দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি অনুভব করা যায় । সেক্ষেত্রে দুর্যোগতাড়িত জীবনে দেবীর বীভৎস ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যেই অসহায় মানুষের মুক্তির স্বপ্ন জেগে ওঠে, মাঙ্গলিক চেতনায় আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সবার

মেমারিতে গোষ্ঠীসংঘর্ষ, রক্তাক্ত ৩ কর্মী, ধৃত ৫



নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দলের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। লাঠি ও লোহার রড দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে দলেরই একদল কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিন বিজেপি কর্মী। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সুপ্রভাত সিং, নবকুমার মোদক, জিৎ হাজরা, অমরেশ হাজরা ও সুদেব মাঝি। প্রত্যেকেই মেমারির পূর্ব জিকরা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ বোহার গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিজেপির পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে পূর্ব জিকরা গ্রামের দলীয় কার্যালয়ে প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। অভিযোগ, এরপরই একদল কর্মী লাঠি ও লোহার রড নিয়ে অপর পক্ষের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় তিনজন রক্তাক্ত অবস্থায় আহত হন। আহতদের মধ্যে ছিদাম হালদারের হাতে তিনটি সেলাই পড়েছে। সুনীল রাজকের মাথায় সাতটি এবং হরনাথ কর্মকারের মাথায় ১৫টি সেলাই পড়েছে। প্রথমে তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনজনকেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ। রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী সংঘর্ষ নয়, বরং একই দলের কর্মীদের মধ্যে এমন সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের তদন্তে সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বোল্লায় নবনির্মিত ট্র্যাফিক গার্ড অফিসের উদ্বোধন



নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জেলায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে এবং পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লায় নবনির্মিত ট্র্যাফিক গার্ড অফিসের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হলো। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার ফিতে কেটে এই নতুন ট্র্যাফিক গার্ডের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা-সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ ও বিশিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ। জানা গিয়েছে, বোল্লা এলাকায় ক্রমবর্ধমান যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং সাধারণ পথচারী ও চালকদের যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ করতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের এই বিশেষ উদ্যোগ। নবনির্মিত এই ট্র্যাফিক গার্ড চালুর ফলে এলাকার সামগ্রিক ট্র্যাফিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন উপস্থিত অতিথিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ট্র্যাফিক আইন ও বিধি মেনে চলার বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপদ সড়ক গড়ে তোলা এবং জনসেবায় নিবেদিত থাকাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতায় আগামী দিনে জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন পুলিশ আধিকারিকগণ।

২০২৬-এর কালীপুজোয় সেজে উঠেছে পাণ্ডুয়া

বনস্পতি দে



হুগলি: কার্তিক অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে আলোর উৎসব কালীপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে সমগ্র পাণ্ডুয়া। চন্দননগর বা বারাসতের মতোই পাণ্ডুয়া থানা এলাকার অলিগলি এখন আলোকসজ্জা, অভিনব মণ্ডপ এবং ভক্তদের বিপুল জনসমাগমে মুখরিত। পাণ্ডুয়া সেন্ট্রাল কালীপুজো কমিটির নির্দেশনায় এবং থানা প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে ২০২৬ সালের এই পুজোর দিনগুলিতে প্রতিটি মণ্ডপেই উপচে পড়ছে ভিড়।

পাণ্ডুয়ার পুজো পরিক্রমায় সর্বাগ্রে স্থান পায় মণ্ডলাই এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক 'পথের মা'-এর পুজো। কথিত রয়েছে, কঙ্ক নদীর তীরের প্রাচীন শ্মশান চত্বরে এক তান্ত্রিক কাপালিকের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। কাপালিক এক রাতের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী মূর্তি গড়ে পুজো ও বিসর্জন দিতেন, যা এক স্থানীয় ব্রাহ্মণ দেখে ফেলার পর কাপালিক দায়ভার সঁপে অন্তর্হিত হন এবং মন্দিরটি পথের ধারে বারোয়ারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন প্রথা বজায় রেখে ২০২৬ সালের আয়োজনেও দেবীকে প্রায় আড়াইশো গ্রামের সোনা ও পাঁচশো গ্রামের রুপোর গয়নায় রাজকীয় সাজে ভূষিত করা হয়েছে, এবারও মানত পূরণে বহু ভক্তকে বুক চিরে রক্ত নিবেদন করতে ও দণ্ডী কাটতে দেখা গেছে।

পাণ্ডুয়া সেন্ট্রাল কমিটির আওতাধীন ৪৭টি প্রধান পুজোসহ এলাকার শতাধিক বারোয়ারি পুজোর মধ্যে এ বছর জোরদার থিমের প্রতিযোগিতা চলছে। ৬৯তম বর্ষে পাণ্ডুয়া বিবেকানন্দ নগর প্রগতি সংঘ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বাজেটে গুজরাটের বিখ্যাত 'সোমনাথ মন্দির'-এর আদলে মণ্ডপ গড়েছে, যেখানে প্রতিমায় 'সমুদ্র মন্থন'-এর পৌরাণিক দৃশ্যপট তুলে ধরা হয়েছে। সাড়ে সাত লক্ষ টাকা বাজেটে কালনা রোড ব্যবসায়ী সমিতি ও বেনেপাড়া যুব সম্প্রদায় যৌথভাবে 'সুরের ঠিকানা' থিমে বাঁশি, গিটার ও তানপুরা হাতে ভাস্কর্য দিয়ে সুরের মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছে। অন্যদিকে, পাণ্ডুয়া নিরোধগড় সবুজ সংঘ তাদের ৭৫তম প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে 'রাজস্থানের রাজমহল'-এর মণ্ডপে আঠারো হাতের 'কৃষ্ণকালী' প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছে। পাণ্ডুয়া মধ্যমপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি তাদের ৫৯তম বছরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বাজেটে 'আহ্বান' থিমে রঙিন তোরণ ও আধুনিক আলোকসজ্জার কারসাজি ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতি ৬৭তম বর্ষে পরিবেশবান্ধব উপকরণে দক্ষিণ ভারতের 'ময়ূর মহল' গড়ে দশভূজা 'দুর্গাকালী' রূপের আরাধনা করছে। ২০২৬-এর পুজোয় পাণ্ডুয়া থানা ও জেলা পুলিশ ৯ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর বিসর্জনের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল থেকে জিটি রোড ও কালনা রোড সংলগ্ন প্রধান রাস্তায় ভারী যানবাহনে 'নো-এন্ট্রি' জারি করেছে। শব্দদূষণ রুখতে মণ্ডপ ও শোভাযাত্রায় ডিজে এবং বিসর্জনে হাইড্রা মেশিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে, পাশাপাশি মেলার নাগরদোলার জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করে আকাশে ড্রোন উড়িয়ে কড়া নিরাপত্তা সামলাচ্ছে পুলিশ।

ফের দুর্গাপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দুর্গাপুরে! এবার কোকওভেন থানার অন্তর্গত একটি প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একের পর এক দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। প্রথমে একটি ইঞ্জিন পৌঁছলেও আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে আরও ইঞ্জিন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গোডাউনে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এখন শুধু একটি গোডাউনে আগুন লাগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। কারণ, গত কয়েকদিনে দুর্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সামনে এসেছে। কখনও ডেকোরেটরসের গোডাউন, কখনও মিষ্টির দোকান, আবার এবার প্লাস্টিকের গোডাউন; পরপর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলি শহরের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। বিশেষ করে, দাহ্য সামগ্রী মজুত থাকা গোডাউন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠছে। কোথাও কি অগ্নি-নিরাপত্তার নিয়ম মানা হচ্ছে না? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে কোনও ঘাটতি রয়েছে কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এদিকে, বর্তমান অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট, নাকি অন্য কোনও কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি গোডাউনে কী পরিমাণ দাহ্য সামগ্রী মজুত ছিল এবং নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা ছিল, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

নেই কোনও মূর্তি, নেই মন্দির

ঘন জঙ্গলের মাঝে এখনও পূজিতা হন ৫০০ বছরের পুরনো 'বনকালী'



সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও একইভাবে জনপ্রিয় বনকালী। প্রতি বছরের মতো এবছরও মহাধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুরু হয় সকালে, শেষ হয় দুপুরে। প্রতিবছর কালীপুজোর পরের দিন জঙ্গলের মধ্যেই বনকালীর পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজোর সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ৫০০ বছর আগে। কাঁকসার বাসিন্দা উত্তম কেস জানিয়েছেন, ছোট থেকেই তিনি এই পুজো দেখে আসছেন। একইভাবে জঙ্গলের মধ্যে মহাধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। তিনিও পুজো দিতে ছুটে আসেন জঙ্গলে। শুধু কাঁকসার মানুষ নয়, বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ছুটে আসেন দেবীর কাছে। অনেকেই মানসিক করেন। আবার অনেকেই মানসিক পূরণ হওয়ার পরে দেবীর কাছে পুজো দিতে আসেন। কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার পুজোয় মানুষের শুধু মাথা দেখা যায়। এই ছবি প্রতি বছর দেখা যায়। রাজকুসুম গ্রামের রায় পরিবারের সদস্য সনৎ কুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁদেরই পূর্বপুরুষ এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পূর্বে জঙ্গলের মধ্যেই মূর্তি এনে পুজোর আয়োজন করতো। পুজোর পুরোহিত ছিলেন কাঁকসার গোপালপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির সদস্য। সেই সময় পুরোহিতকে রীতিমতো লাঠিয়াল সঙ্গে করে নিয়ে জঙ্গলে আনা হত। গোটা এলাকায় মাঠে ধান চাষ হত। ছিল না তেমন রাস্তা ঘাট। তার সঙ্গে ছিল এলাকায় হিংস্র পশুর বাস। ধান খেতের মাঠের আল দিয়ে লাঠিয়াল দিয়েই আনা হত পুরোহিতকে। এক বছর প্রবল বৃষ্টির সময় মাঠের আল দিয়ে জঙ্গলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সকলকে। সেই বছর পুরোহিত স্বপ্নাদেশ পান। দেবী কালী তাঁকে তাঁর বাড়িতেই পুজো করতে বলেন। প্রায় ১০০ বছর আগে দেবীর নির্দেশ মেনে কাঁকসার গোপালপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে শুরু হয় দেবী কালীর পুজো। সেখানে আজও মূর্তি এনে পুজো হয় কালীপুজোর দিন। যেহেতু জঙ্গলে বহু বছর ধরে পুজো হত, তাই পুরোহিত দেবীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, জঙ্গলে মূর্তি না থাকলে সেখানে সে কোথায় পুজো দেবে? উত্তরে দেবী তাঁকে জানিয়েছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের গায়ে দুটো চোখের আকৃতি দেখা যাবে সেই গাছেই তিনি বিরাজমান থাকবেন। সেই গাছের গোঁড়ায় মূর্তি ছাড়াই হবে পুজো। ভক্তরা নিজেই আসবে পুজো দিতে। তাই রীতি মেনে কালীপুজোর পরের দিন রজকুসুম গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে আজও একই ভাবে চলে বন কালীর পুজো। স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও বন কালীর স্থানে পুজো দিতে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান প্রতি বছর। জঙ্গলের মধ্যে পুজোর আয়োজন হলেও আজও থাকে না কোনও মূর্তি নেই কোনো মন্দির। রাজকুসুম গ্রামের বাসিন্দারা জানান, দেবীর উপস্থিতি পুজো স্থানের চারিদিকে লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গাছের গায়ে চোখের আকৃতি দেখা যায়। মানুষ আসেন তাঁদের মনস্কামনা নিয়ে। অনেকেই আসেন পরিবারের সকলের সুখ, শান্তি কামনা করতে। পুজোর জন্য কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তবে মানুষ প্রতি বছর নিজেই দেবীর মাহাত্যর কথা শুনে ভিড় করেন।

ফর্ম-জি

সূর্য কিরণ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি-তে) -এর জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তির জন্য আমন্ত্রণ

এমওএ এবং এওএ অনুযায়ী টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টসে কাজ করছে, তবে ৮, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, সাহা কোর্ট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৩ সেক্টরে শেয়ার ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত ছিল

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর উপ-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে]

ক্র নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	প্যান এবং সিআইএন / এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	সূর্য কিরণ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড CIN: U17309WB1983PTC036673 PAN: AAECS2527H
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৮, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, সাহা কোর্ট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যে স্থানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিবরণ	সাসপেন্ডেড ম্যানেজমেন্ট দ্বারা প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই।
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য/পরিষেবা-গুলির পরিমাণ এবং মূল্য	কোম্পানি ২০২১ সাল থেকে অকার্যকর রয়েছে
৭.	কর্মচারী/ শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিবরণ নিম্নলিখিত ইউআরএল-এ উপলব্ধ:	প্রক্রিয়া ইমেইল আইডি cirp.suryakiran@gmail.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে চাওয়া যেতে পারে
৯.	কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারার অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা নিম্নলিখিত ইউআরএল-এ উপলব্ধ:	প্রক্রিয়া ইমেইল আইডি **cirp.suryakiran@gmail.com**-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে চাওয়া যেতে পারে
১০.	আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২৫.১১.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৬.১২.২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২.১২.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৩.১২.২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ প্রকাশের তারিখ	২৯.১২.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৯.০১.২০২৭
১৬.	আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া ইমেইল আইডি	cirp.suryakiran@gmail.com
১৭.	এমএসএমই হিসাবে কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিবরণ।	হ্যাঁ

সঞ্জয় মেহরা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
সূর্য কিরণ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখ: ১০.১১.২০২৬ রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01818/2019-20/12784
স্থান: নতুন দিল্লি আরপি-এর নিবন্ধিত ঠিকানা: বি-১১, ৩য় ফ্লোর, গীতাঞ্জলি এনক্লেভ, নতুন দিল্লি-১১০০১৭

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

খড়গপুর ব্রাঞ্চ
খরিদামেন রোড, খড়গপুর মেদিনীপুর(প.), পোঃ খড়গপুর, পিন-৭২১৩০১
ইমেইল: k0572@psh.co.in

আইনি অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে তারিখ: ২৮.১০.২০২৬

১. **সুবল চন্দ্র কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)**
পিতা. ষষ্ঠী চরণ কর্মকার, চাংগুয়াল বারবেটিয়া, মদনমোহন, খড়গপুর-II. পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০১
২. **সরস্বতী কর্মকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)**
স্ত্রী. সুবল চন্দ্র কর্মকার, চাংগুয়াল বারবেটিয়া, মদনমোহন, খড়গপুর-II. পশ্চিম মেদিনীপুর. পশ্চিমবঙ্গ. পিন-৭২১৩০১

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

১. যে আপনি প্রাপক(গুলি) নং ১ এবং ২. আর্থিক সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেছিলেন এবং আপনার অনুরোধের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক আপনাকে নীচে বিস্তারিতভাবে নিম্নলিখিত ক্রেডিট সুবিধা(গুলি) অনুমোদন ও মঞ্জুর করেছে

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং সুবিধার ধরন	অনুমোদিত পরিমাণ (টাকায়)	অনুমোদনের তারিখ
১.	০৫৫৭২১২০০০০০৪৭৫ এবং এইচবিএল	১৫,০০,০০০/-	২২.০৭.২০১৭
২.	০৫৫৭২১২০০০০০৫৩৬ মর্টএল	৮,০০,০০০/-	০১.০৮.২০১৮
৩.	০৫৫৭২১২০০০০০৫৬৬ টপ-আপ	৫,০০,০০০/-	২২.১১.২০১৮

উপরোক্ত লোন সুবিধাগুলি স্থাবর সম্পত্তির সাপেক্ষে ইকুইটেবল মর্টগেজ/চার্জের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছিল যেমন পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে প্লট নং ২৫, খতিয়ান নং ৪২, জে.এল. নং ৩০৬, মৌজা-মদনমোহনে ভবন সহ ০৫ ডেসিম্যাল জমি এবং সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি হলো ২০০০৮৭৬৪৯৭৪৪

২. যে আপনি প্রাপক নং ১ এবং নং ০২ উপরোক্ত সুবিধাগুলির সাপেক্ষে ২২.০৭.২০১৭, ০১.০৮.২০১৮ এবং ২২.১১.২০১৮ তারিখে বিভিন্ন লোন সংক্রান্ত নথি সম্পাদন করেছেন এবং ০৫৫৭২১২০০০০০৪৭৫, ০৫৫৭২১২০০০০০৫৩৬ এবং ০৫৫৭২১২০০০০০৫৬৬-তে মাসিক বিশ্রাম এবং উপরোক্ত সুবিধাগুলির সাপেক্ষে সময় সময় ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা সহ যথাক্রমে বার্ষিক ৮.৭৫%, ১১.৪৫% এবং ৯.৬০% হারে সুদ দিতেও সম্মত হয়েছেন,

৩. যে আপনারা প্রাপক নং ০১ এবং নং ০২ প্রাপক নং ১ এবং নং ০২-কে উপরোক্ত লোন সুবিধার বিবেচনায় ব্যাঙ্কের পাওনা সুরক্ষিত করতে ২০০৩ সালের সেল ডিড নং ৩২৪৭ বহনকারী স্থাবর সম্পত্তির সাপেক্ষে ইকুইটেবল মর্টগেজ/চার্জ তৈরি করেছেন

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ নীচে দেওয়া হলো-

ক. প্রাপক নং ০১ - সুবল চন্দ্র কর্মকার

খ. বন্ধকগ্রহীতা: পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

গ. সুরক্ষিত পরিমাণ: ১৫০০০০০/- টাকা, ৮০০০০০/- টাকা এবং ৫০০০০০/- টাকা

ঘ. সুদের হার: ৮.৭৫%, ১১.৪৫% এবং ৯.৬০%

ঙ. বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে প্লট নং ২৫, খতিয়ান নং ৪২, জে.এল. নং ৩০৮, মৌজা-মদনমোহনে ভবন সহ ০৫ ডেসিম্যাল বাস্তু জমির সাথে ভবন।

চ. টাইটেল ডিড(গুলি) এর বিবরণ: এডিএসআর খড়গপুরের অফিসে নিবন্ধিত ২২.০৪.২০০৩ তারিখের সেল ডিড নং ৩২৪৭ এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ৯৬, পৃষ্ঠা ৮১ থেকে ৮৮-এ রেকর্ড করা/প্রবেশ করানো হয়েছে।

ছ. সম্পত্তির সীমানা- উত্তরে: বন্দনা ভাবিয়া মহাপাত্রের খালি জমি, পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত কাঁচা রাস্তা, পূর্বে: ডায়মন্ড টাওয়ার II, দক্ষিণে: খালি জমির প্লট

জ. ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বর্তমান বকেয়া পরিমাণ ১৮,৩৭,৪৫৫.০৬ টাকা,

৪. উক্ত টার্ম লোন পরিমাণটি সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত মাসিক বিশ্রাম সহ বার্ষিক ৮.৭৫%, ১১.৪৫% এবং ৯.৬০% সুদের হারে যথাক্রমে ১৮০, ৯৬ এবং ৮৪টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল

৫. যে আপনি মঞ্জুরির শর্তাবলী এবং লোন সংক্রান্ত নথির খেলাপি হলে মাসিক বিশ্রাম সহ সাধারণ সম্মত সুদের হারের উপর বার্ষিক ০২ শতাংশ হারে অতিরিক্ত সুদ দিতে সম্মত হয়েছেন।

৬. উক্ত লোনগুলি **২৯.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, (উক্ত আইনের ধারা ২(ও)-এর সংজ্ঞার মধ্যে) এবং এনপিএ ঘোষণার তারিখে বকেয়া ছিল **১৫,৯৮,৫৩৫.০৬ টাকা** ডেবিট।

৭. যে আমার ব্যাঙ্ক নিয়মিত অ্যাকাউন্ট বই রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এখন ০৫৫৭২১২০০০০০৪৭৫, ০৫৫৭২১২০০০০০৫৩৬ এবং ০৫৫৭২১২০০০০০৫৬৬ অ্যাকাউন্টে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ মোট ১৬,৩৭,৪৫৫.০৬ টাকা ডেবিট আইনত আপনার উপরের নামীয় প্রাপকদের কাছ থেকে বকেয়া এবং আদায়যোগ্য এবং আপনারা উভয়েই সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ, খরচ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্ক চার্জ সহ ব্যাঙ্কে উপরোক্ত পাওনা পরিশোধ করতে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ

৮. যে সুদের হার ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা অনুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং বর্তমান সুদের হার হলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে ০১.১২.২০২৫ থেকে মাসিক বিশ্রাম সহ ০৫৫৭২১২০০০০০৪৭৫, ০৫৫৭২১২০০০০০৫৩৬ এবং ০৫৫৭২১২০০০০০৫৬৬ অ্যাকাউন্টে যথাক্রমে বার্ষিক ৮.৯৫%, ১১.৮৫% এবং ৯.৯৫%।

৯. যে আপনি উপরে উল্লিখিত হিসাবে সুরক্ষিত ব্যাঙ্কের পাওনা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন।

১০. আপনাকে এও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ১৩-এর শর্তাবলী অনুযায়ী আপনি ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি না নিয়ে এই নোটিশে বিস্তারিত বলা উক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করবেন না।

১১. বকেয়া দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে

১২. আপনার সদয় দৃষ্টি সরফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে যার অধীনে আপনি শুধুমাত্র কোটেশন, জনসাধারণের কাছ থেকে টেন্ডার বা প্রাইভেট ট্রিটির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের দ্বারা সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে এও মনে রাখবেন যে যদি কোটেশন, জনসাধারণের কাছ থেকে টেন্ডার বা প্রাইভেট ট্রিটির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের দ্বারা সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার আগে ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দেওয়া না হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার অধিকারী নাও হতে পারেন।

১৩. অনুগ্রহ করে এও মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্যান্য অধিকার এবং প্রতিকারগুলিকে ক্ষুন্ন না করেই আপনাকে পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালত এবং/অথবা ট্র

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশুমৃত্যু

তাণ্ডব বসিরহাট হাসপাতালে



নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাত্র ৪৫ মিনিটের ব্যবধানে মৃত্যু পাঁচ মাসের শিশুর! পরিবারের অভিযোগ, বারবার জানিয়েও মেলেনি চিকিৎসকের দেখা, মৃত্যুর পর হাসপাতালে পৌঁছন চিকিৎসক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ও নার্সেদের উদাসীনতা, কর্তব্যে গাফিলতির কারনেই শিশু মৃত্যু বলে অভিযোগ পরিবারের।

বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ফের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। জ্বর ও তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হল পাঁচ মাসের এক শিশুকন্যার। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হাসপাতাল চত্বরে। চিকিৎসায় চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুটির পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন। মৃত শিশুর নাম রাইসা পারভিন। বয়স মাত্র পাঁচ মাস। বাড়ি হাসনাবাদ থানার রামেশ্বরপুরের খুরুল গ্রামে। পরিবারের দাবি, সোমবার ভোর ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ জ্বর ও প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে রাইসাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে আনার সময় থেকেই শিশুটির শ্বাসকষ্ট ছিল অত্যন্ত বেশি। পরিবারের অভিযোগ, বারবার কর্তব্যরত নার্সদের বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরুর আবেদন জানানো হলেও দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসক শিশুটিকে দেখতে আসেননি। পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের অপেক্ষায় সময় গড়িয়ে গেলেও কার্যকর চিকিৎসা শুরু হয়নি। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় শিশুটির। অভিযোগ, শিশুটির মৃত্যুর পরেই চিকিৎসক হাসপাতালে আসেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের ভিতরে ব্যাপক ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের ভিতরে থাকা কয়েকটি টেবিল, খাতাপত্র, নথি এবং ওষুধপত্র ফেলে দেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসক এবং নার্সরা দায়িত্ব পালন করলে হয়তো এই পরিণতি এড়ানো যেত। কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের ভূমিকা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার। স্বাস্থ্য দফতরের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা জানিয়েছেন তাঁরা। পাঁচ মাসের শিশুর মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি নয়, হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা জরুরি বলে দাবি চিকিৎসকদের একাংশের।

ভাতারে ৮ বছরের শিশুকন্যাকে ‘ধর্ষণ’, কাঠগড়ায় পাড়ার যুবক

সরব সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে আট বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের তির পাড়ারই এক যুবকের দিকে। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে ভাতারের একটি গ্রামে কালীপুজোর মণ্ডপে খেলছিল ওই শিশুকন্যা। কিছুক্ষণ পর তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সেই সময় পাড়ার এক প্রবীণ বাসিন্দা মাঠের দিকে খোঁজ করতে গিয়ে অভিযুক্ত রানা মণ্ডল নামের এক যুবককে শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালাতে দেখেন বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেন ওই প্রবীণ বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে শিশুকন্যাটির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এই ঘটনায় ভাতার থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলার নেতা দেবু টুডু বলেন, ‘ভয় আউট, ভোট সাইনের নমুনা দেখছি। যে-ই অন্যায় করুক, তার চরম শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।’ একটি শিশুর উপর এমন গুরুতর নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং শিশুকন্যার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জোরালো হচ্ছে। শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির দাবি উঠছে সর্বত্র। ঘটনাকে ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

ফের চালু গড়েরঘাটের বাঁশের ব্রিজ, স্বস্তি ফিরল দুই জেলার বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কয়েক মাস আগে ভেঙে পড়েছিল হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম গড়েরঘাটের বাঁশের ব্রিজ। যার জেরে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল দুই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। অবশেষে নতুন করে তৈরি করা হলো সেই বাঁশের ব্রিজ। নতুন ব্রিজের শুভ সূচনা করলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। উল্লেখ্য, রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত গড়েরঘাটের এই বাঁশের সেতুটি হুগলি জেলার খানাকুলের গড়েরঘাট এলাকার সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই ব্রিজের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু কয়েক মাস আগে ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিকল্প পথে ঘুরে যাতায়াত করতে গিয়ে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছিল সাধারণ মানুষের। নতুন করে বাঁশের ব্রিজ তৈরি হওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি, বারবার বাঁশের সেতু তৈরি ও ভেঙে যাওয়ার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে রূপনারায়ণ নদীর উপর একটি পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করতে হবে। এদিন ব্রিজের উদ্বোধন উপলক্ষে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘গড়েরঘাটের এই বাঁশের ব্রিজটি দুই জেলার মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মাস আগে ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। মানুষের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখেই নতুন করে ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে। তবে আমরা চাই, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক। বাঁশের ব্রিজের পরিবর্তে এখানে একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাব। যাতে দুই জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করব।’ অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ‘এই ব্রিজটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হুগলি থেকে ঘাটাল এবং ঘাটাল থেকে হুগলি যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই সেতুর উপর বহু মানুষ



নির্ভরশীল। ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার পর আমাদের অনেক ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়েছে। নতুন করে ব্রিজ তৈরি হওয়ায় আপাতত কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। কিন্তু বাঁশের ব্রিজ স্থায়ী সমাধান নয়। বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে আবারও ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই প্রশাসন ও সরকারের কাছে আমাদের দাবি, দ্রুত এখানে একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হোক।’ সব মিলিয়ে, নতুন করে গড়েরঘাটের বাঁশের ব্রিজ চালু হওয়ায় আপাতত দুই জেলার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা কিছুটা মিটল। তবে স্থানীয়দের চোখ এখন স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দিকে। তাঁদের আশা, দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ হলে রূপনারায়ণ নদীর দুই পাড়ের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও নিরাপদ হবে।

হলদিয়ায় পৌঁছল ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের নতুন এয়ার কুশন ভেহিকল



নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: ভারতের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৭ নভেম্বর ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের নতুন এয়ার কুশন ভেহিকল ‘এইচ-৫৬১’ ও ‘এইচ-৫৬২’ হলদিয়ায় তাদের নির্ধারিত ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেছে। অধিক গতি এবং উন্নত নজরদারি ব্যবস্থাসম্পন্ন এই নতুন এয়ার কুশন ভেহিকলগুলো উপকূলীয় বাংলার জটিল নদীপথ, বিস্তীর্ণ কাদাভূমি (মাডফ্ল্যাট) এবং সংবেদনশীল উপকূলীয় এলাকায় নজরদারি চালানো, টহলদারি করা ও দ্রুত সাড়া প্রদানের (র‍্যাপিড রেসপন্স) ক্ষেত্রে কোস্ট গার্ডের সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এগুলোর মোতায়েন করা হয়েছে কারণ জাতীয় সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা, উপকূলীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশের সামুদ্রিক সীমানা সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে ভবিষ্যতে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগের আওতায় গোয়ার ‘চৌগুলে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড’-এর তৈরি এই অত্যাধুনিক জলযানগুলো ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। খুব শীঘ্রই এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবায় যুক্ত (কমিশনিং) হবে। ‘এইচ-৫৬১’ ও ‘এইচ-৫৬২’-এর অন্তর্ভুক্তি পুরনো এয়ার কুশন ভেহিকল ‘এইচ-১৮২’ ও ‘এইচ-১৮৬’ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। উল্লেখ্য, এই পুরনো জলযানগুলো দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল।

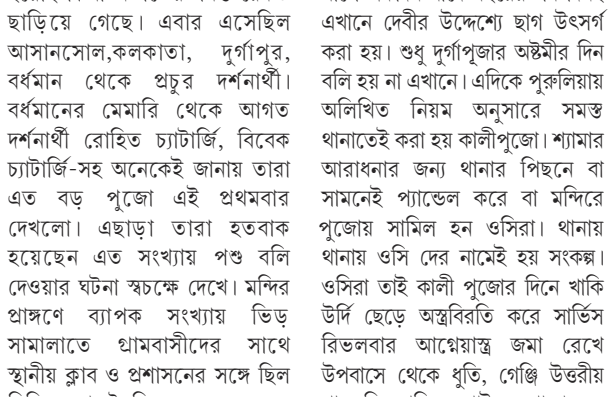
মৌতড়ের কালীপুজোর সঙ্গে থানার পুজোতেও হল ছাগ বলি

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়



পুরুলিয়া: হাজার হাজার ছাগ-সহ একাধিক মোষ বলি হল পুরুলিয়া তথা জেলার সব থেকে বড় জনপ্রিয় জাগ্রত মৌতড়ের মা বড় কালীপুজোয়। প্রাচীন এই পুজোয় মনস্কামনা পূরণের আশায় হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা। এবারের এই পুজোয় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। তবে মায়ের পুজোর কোন খামতি ছিল না। অন্যান্য বারের থেকে এবার মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোয় মানুষের জমায়েত হয়েছিল অনেকটাই বেশি। এবার লক্ষাধিকেরও থেকে মানুষের সমাগম হয়েছিল। যা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এবার এসেছিল আসানসোল,কলকাতা, দুর্গাপুর, বর্ধমান থেকে প্রচুর দর্শনার্থী। বর্ধমানের মেমারি থেকে আগত দর্শনার্থী রোহিত চ্যাটার্জি, বিবেক চ্যাটার্জি-সহ অনেকেই জানায় তারা এত বড় পুজো এই প্রথমবার দেখলো। এছাড়া তারা হতবাক হয়েছেন এত সংখ্যায় পশু বলি দেওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে। মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় সামালাতে গ্রামবাসীদের সাথে স্থানীয় ক্লাব ও প্রশাসনের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য কর্মীরাও। পুজোর সময় ভিড় সামলাতে তেমন সমস্যা না দেখা দিলেও, পুজোর রাত বারোটা থেকে পরের দিন পর্যন্ত চলা পশু বলি দেখতে মানুষের আবেগের বাঁধ ভেঙেছিল বলির সময়। ভিড় সামলাতে হাঁড়িকাঠের চারদিকে দেওয়া হয়েছিল লোহার শক্ত মজবুত বেড়া। মৌতড়ের কালীপূজার দিনই যে কেবলমাত্র পশু বলি হয় এমনটা নয়। এই কালি পুজোতে বারো মাসে একদিন বাদে বছরের সব দিনই এখানে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ উৎসর্গ করা হয়। শুধু দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন বলি হয় না এখানে। এদিকে পুরুলিয়ায় অলিখিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত থানাতেই করা হয় কালীপুজো। শ্যামার আরাধনার জন্য থানার পিছনে বা সামনেই প্যান্ডেল করে বা মন্দিরে পুজোয় সামিল হন ওসিরা। থানায় থানায় ওসি দের নামেই হয় সংকল্প। ওসিরা তাই কালী পুজোর দিনে খাকি উর্দি ছেড়ে অস্ত্রবিরতি করে সার্ভিস রিভলবার আগ্নেয়াস্ত্র জমা রেখে উপবাসে থেকে ধুতি, গেঞ্জি উত্তরীয় গায়ে দিয়ে পন্ডিত মশাই এর পাশে বসে হোম, যজ্ঞে, আহুতি দেন তারা। অন্য ক্ষেত্রে বলির বিরুদ্ধে পুলিশ যতই পদক্ষেপ নেয় না কেন, থানার কল্যাণে ছাগ বলির রেওয়াজ কিন্তু এবারের পুজোতেও ভাঙতে পারলেন না স্বয়ং ওসিরা। যার ফলে এবারেও কালীপুজোয় পুরুলিয়ার নিতুরিয়া, কেন্দা, সাঁতুড়ি থানায় বলি হলো ছাগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ওসি জানালেন থানার কালীপুজোয় ছাগ বলি অতীত দিনের ঐতিহ্য। তাই নিয়ম মেনে বলি দিতেই হয়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

ঘাটালে শ্যামা পুজা উপলক্ষে সপ্তদীপ ক্লাবে বস্ত্র বিতরণ করলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।



প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দাসপুর থানা ও গ্রামরক্ষী বাহিনীর শ্রীশ্রী শ্যামা পূজার উদ্বোধন করলেন দাসপুর থানার ওসি শুভঙ্কর রায়।

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI *Relationship beyond banking*

দুর্গাপুর জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ই-মেইল-zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা সোনার গহনা/অলঙ্কার/কয়েনগুলির প্রকাশ্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নলিখিত গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতাদের, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীদের, সোনার গহনা/অলঙ্কার/কয়েনের ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারবার রিমাইন্ডার/বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্কে তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা নোটিশ প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৪.১২.২০২৬** (শেষ কাজের দিন) তারিখের মধ্যে তাদের নিজ নিজ গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টে তাদের সমস্ত বকেয়া পাওনা (হালনাগাদ সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে **১৫.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১০:০০ টা** থেকে তাদের বন্ধক রাখা সোনার গহনা/অলঙ্কার/কয়েনগুলি ব্রাঞ্চের প্রেমিসেস-এ প্রকাশ্য নিলামের জন্য তোলা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ককে দায়ী করা হবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা উপস্থাপনা গ্রাহ্য করা হবে না।

বিডিংয়ে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে আর্নেস্ট মানি হিসাবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে সক্ষম হতে হবে, অন্যথায় ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া তাদের আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হবে। নিলামের দাম কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হলে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। এছাড়া, প্রয়োজন হলে, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরে নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা তা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।

অ্যাকাউন্ট নং এবং ব্রাঞ্চ	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪৩৯৬৭৭৬১০০০১০৯০ এবং খাতরা ব্রাঞ্চ	পূজা কর মোদক	কৌশিক কর মোদকের স্ত্রী, খাতরা এলআইসি রোড পাম্প মোড়ের কাছে, পোঃ এবং থানা - খাতরা, জেলা:- বাঁকুড়া, পিন:-৭২২১৪০-এর বাসিন্দা	মোট ওজন ৫৭.৬৫ গ্রাম

তারিখ: ০৯.১১.২০২৬
স্থান: খাতরা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-II এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নওপাড়া, পোঃ- হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট -এর অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ -এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে নীচে উল্লিখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতা(দের) বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখ অনুযায়ী উক্ত নিয়ম অনুসারে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট** -এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী কমল কান্তি দত্ত,** পিতা মাধবেন্দ্র নাথ দত্ত, ঠিকানা ১৫১, সাউথ এন্ড গার্ডেন, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **এবং** ৫০৭/১ নিউ আলিপুর মার্কেট কমপ্লেক্স, কলকাতা ৭০০০৫৩, **এছাড়া** ঘোষ ভিলা, ফ্ল্যাট নং: ৪বি, ৪র্থ ফ্লোর, প্রেমিসেস নং- ১১৪, মজুমদার পাড়া, থানা- দমদম, শিব কালী মন্দিরের পাশে, এয়ারপোর্ট গেট নং: ১ বাস স্টপ, কলকাতা-৭০০০৭৯-এ	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, আর.এস. দাগ নং ২৫১৫, ই.পি. নং ১৪৫/সি, ১৪৫/ডি, এস.পি.নং ৬৭২/৩, ৬৭২/৪-এর অধীনে, দমদম মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ১১৪, মজুমদারপাড়া, কলকাতা - ৭০০০৭৯-এ অবস্থিত ভবন সহ **২ কাঠা ১১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট** কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা উক্ত ফ্ল্যাট, যার সাথে সমস্ত সাধারণ সুবিধা এবং সরঞ্জাম সহ অন্যান্য সাধারণ পথ, প্যাসেজ, ড্রেন, পাইপের উপর ইজমেন্ট অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ এবং উক্ত ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট/রুমের দখলকারীদের সাথে ড্রেন এবং উক্ত ভবন ব্যবহারের অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ সহ সিঁড়ি, ছাদ, খোলা স্থান, সাধারণ স্থানের আনুপাতিক অংশ সহ উক্ত ভবনের সাধারণ সিঁড়ি সহ **"ঘোষ ভিলা"** নামক উক্ত ভবনের ১ (এক) টি ব্যালকনি, ১ (এক) টি টয়লেট, ১ (এক) টি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ২ (দুই) টি বেডরুম সমন্বিত **৭৪০ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট এরিয়া বিশিষ্ট ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং **৪বি** নামক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার এবং সাধারণ প্যাসেজ সহ। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নং-১৫৯, পৃষ্ঠা ৩১৫ থেকে ৩২৬, **২০০৮ সালের ৬২১৯ নং হিসাবে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি শ্রী কমল কান্তি দত্ত, পিতা মাধবেন্দ্র নাথ দত্ত-এর নামে রয়েছে..** **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা, **দক্ষিণে:** ই.পি. নং ১২০ দ্বারা, **পূর্বে:** রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে:** পি. ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।	**১) ০৪.০৮.২০২৬** **২) ০৯.১১.২০২৬** **৩) ৬,৬১,৪৯৮.০০/- টাকা** (ছয় লক্ষ একষট্টি হাজার চারশো আটানব্বই টাকা মাত্র) ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী তার উপর তারিখ পর্যন্ত অনিয়োজিত সুদ এবং আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ।
২.	**শ্রী প্রসেনজিৎ মুখার্জি,** পিতা অশোক মুখার্জি, ঠিকানা সারদা কুঞ্জ অ্যাপার্ট., ফ্ল্যাট নং-১সি, ১ম ফ্লোর, ২২, নির্মল সেনগুপ্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-১, কলকাতা ৭০০০৭৯ **এবং** মেসার্স রেলিগেয়ার ব্রোকিং লিমিটেড, ১৫ সি হেমন্ত বসু সরণী, ডালহৌসি, এলএমজে হাউস, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কাছে, কলকাতা - ৭০০০০১	দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং I, দমদম পুলিশ স্টেশন, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), সি.এস. দাগ নং ১৬৮, আর.এস. দাগ নং ১৬৭৭, সংশোধিত খতিয়ান নং ৫৩৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৭২৫ এবং ৭৬৯, সি.এস. খতিয়ান নং ৭২৫, ৭৬৯ এবং ৭৫৭, তৌজি নং ১৭৩, রে. সা. নং ১৪৮, জে.এল. নং ১০-এর অন্তর্ভুক্ত পরগনা কলিকাতা, মৌজা সুলতানপুর, কলকাতা ৭০০০৭৯, হোল্ডিং নং ২২, এন. সেনগুপ্ত সরণী বাই লেন (ইডেন পার্ক)-এ অবস্থিত **৩ কাঠা, ১২ ছটাক এবং ৩ বর্গফুট** পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত **"সারদা কুঞ্জ"** নামে পরিচিত একটি ভবনের ১ম ফ্লোরে, উত্তর পশ্চিম দিকে **৫৫০** বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং **১সি** নামক একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। লিফট সুবিধা নেই, সাধারণ এলাকা এবং অংশগুলির সমস্ত অধিকার সহ। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নং-১৫০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ৫০৪৫৫৮ থেকে ৫০৪৬০৮, **২০২২ সালের জন্য ১৫০৬১০৭১৮ নং হিসাবে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি শ্রী প্রসেনজিৎ মুখার্জি, পিতা অশোক মুখার্জির নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** মিউনিসিপ্যালিটি রোড দ্বারা; **দক্ষিণে:** মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা; **পূর্বে:** মানিক ঘোষ রায় এবং রবীন্দ্র নাথ মিত্রের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে:** প্রয়াত পদ দাস এবং মাধবী দাসের সম্পত্তি দ্বারা।	**১) ১১.০৮.২০২৬** **২) ০৯.১১.২০২৬** **৩) ১৭,২৫,৫৫৫.০০/- টাকা** (সতেরো লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী তার উপর তারিখ পর্যন্ত অনিয়োজিত সুদ এবং আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ।

**ত

দীপাবলির রাতে মধ্যপ্রদেশে জোড়া অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১২

পৃথক বাজি দুর্ঘটনায় দগ্ধ অন্তত ৩৫



ভোপাল, ৯ নভেম্বর: আলোর উৎসবের রাতে জোড়া অগ্নিকাণ্ডে শোকের ছায়া মধ্যপ্রদেশে। দীপাবলির রাতে কাটনি এবং সিওনি জেলায় দু'টি পৃথক বাড়িতে আগুন লেগে দু'মাসের এক শিশু, নাবালক ও প্রবীণ-সহ দুই পরিবারের মোট ১২ জনের ঝলসে মৃত্যু হয়েছে। অন্য দিকে, দীপাবলির উদযাপনের মাঝে মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলায় বাজি সংক্রান্ত পৃথক একাধিক দুর্ঘটনায় গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন অন্তত ৩৫ জন। বাজির ফুলকি থেকে স্থানীয় ভাবে আগুন লাগা এবং অন্যান্য দুর্ঘটনার জেরে রাতভর জেলার হাসপাতালগুলির জরুরি বিভাগে আহতদের ভিড় উপচে পড়ে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে কাটনি জেলার বরহি শহরে। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যরাত নাগাদ শহরের একটি তিনতলা বাড়ির একতলায় থাকা বাসনপত্রের দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া উপরের তলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে উপরের তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন আগরওয়াল পরিবারের সদস্যেরা। আগুন লাগার পর প্রথমেই পরিবারের দু'জন কোনও মতে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও বাকিরা ভিতরেই আটকে পড়েন। রাতভর চলে উদ্ধারকাজ। ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ পূরণ আগরওয়াল (৭৭) নামে এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করা হয়। পরে সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ জেসিবি মেশিন দিয়ে বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ভিতর থেকে আরও পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিওপি) বীরেন্দ্র নারভে জানান, প্রদীপের শিখা অথবা শর্ট সার্কিট থেকে ওই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, তবে তদন্তের পরেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। অন্য দিকে, এই ঘটনায় দমকলের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, বরহি এবং বিজয়রাঘবগড় থেকে আসা দমকলের দু'টি ইঞ্জিনেরই পাইপ ফাটা ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। পরে কৈমোর এবং কাটনি পুরসভার দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার ছপারা শহরের মহাবীর ওয়ার্ডে একটি জৈন মন্দিরের কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, রাত ৩টে থেকে ভোর সাড়ে ৪টের মধ্যে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কুন্দনলাল সোনির বাড়িতে আচমকা আগুন লাগে। লখনাউদনের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিওপি) অপূর্ব ভলাবী জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময়ে বাড়ির ভিতরে মোট ১০ জন ঘুমিয়ে ছিলেন, ফলে তাঁদের বেরিয়ে আসার সুযোগ প্রায় ছিল না। তাঁদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুই নাবালক-সহ চার জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে ছ'জনের মৃত্যু হয়। তবে ঠিক কী কারণে ওই বাড়িতে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দু'টি অগ্নিকাণ্ডেরই কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল।

বুকে বাজি ফেটে দিল্লিতে ১০ বছরের শিশুর মৃত্যু



নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করে বাজি ফাটাচ্ছিল ১০ বছরের শিশু। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বাড়ির সামনে পরিবারের সঙ্গে বাজি ফাটাচ্ছিল ঋষি। তবে সেই আনন্দ মুহূর্তে বদলে যায় বিষাদে। রকেট বাজি ফাটাতে গিয়ে বিপত্তি। খালি বোতলে রেখে ওই বাজির সলতেয় আগুন ধরায় ওই শিশু। বাজিটি উপরের দিকে ওড়ার বদলে সোজা গিয়ে ওই শিশুর বুকে আঘাত করে ফেটে যায়। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। যদিও মৃতের পরিবার চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে। মৃত শিশুর নাম ঋষি। দিল্লির নারেলা এলাকার বাসিন্দা সে।

পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে ঋষির। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে ছিল সে। ঋষির দাদা মোহিতের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর ভাইয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখান। তাঁর কথায়, 'জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা তৎপরতা দেখাননি।' মোহিত আরও বলেন, 'আমার ভাই বেঁচে ছিল। ওকে বাঁচানো যেত।' পুত্রের মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতালেই জ্ঞান হারান ঋষির বাবা। মৃত শিশুর মা-ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও এ ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

উল্লেখ্য, দিল্লি দমকল বিভাগ দীপাবলির দিন ২৫৭টি জরুরি কল পায়। এর মধ্যে ২১৪টি ছিল আগুন সংক্রান্ত। আগুন সংক্রান্ত মোট কলের মধ্যে ২৪টি ছিল আতশবাজি সম্পর্কিত। রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৮৫টি) জরুরি কল আসে। এছাড়া রাত ১০টা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে আরও ৬১টি কল পায় দমকল বিভাগ।

২৫ নভেম্বর অবধি মুম্বইয়ে নিষিদ্ধ রকেটবাজি

মুম্বই, ৯ নভেম্বর: দীপাবলির রাতে বাজি ফাটাতে গিয়ে মুম্বইতেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় ২৫ নভেম্বর অবধি বাণিজ্যনগরিতে রকেটবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করল মুম্বই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ। প্রশাসনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই বিধিনিষেধের আওতায় রয়েছে সমস্ত আবাসিক ভবন, ছাদ, বারান্দা এবং বস্তি এলাকা। দীপাবলির রাতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে তিনটি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি, দোকান, একটি গ্যারেজ এবং একটি বাণিজ্যিক ভবনের কিছু অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। পুরনিগমের অতিরিক্ত কমিশনার প্রাজক্তা ভার্মা-লাভাঙ্গারের স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকায় রকেট ও অন্যান্য আতশবাজির কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আতশবাজি আকাশে উড়ে গিয়ে বাড়ির ছাদ, বারান্দা, জানালা বা অন্যান্য দাহ্য বস্তুর ওপর পড়তে পারে, যার ফলে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার আশঙ্কা থাকেই।

বাড়িতেই খুন জনপ্রিয় পাক টিভি অ্যাঙ্কার



ইসলামাবাদ, ৯ নভেম্বর: নিজের বাসভবনেই গুলিবিদ্ধ জনপ্রিয় পাক সংবাদ উপস্থাপিকা রাবিয়া আহসান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। রবিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে রাওয়ালপিন্ডির গুলশানাবাদ এলাকায়। ইতিমধ্যেই মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৪১ বছর বয়সি রাবিয়া চ্যানেল '৯২ নিউজ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চ্যানেলের একাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে সঞ্চালনাও করতেন। রবিবার নিজের বাসভবনের শোওয়ার ঘর থেকে তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং ফরেনসিক দল। স্বামী আহসান তাহির খানকে জিজ্ঞাসাবাদে করেন তদন্তকারীরা। পাক সংবাদমাধ্যম 'ডন'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তের সময় ঘটনাস্থল থেকেই একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, সেই পিস্তলের গুলিতেই খুন হয়েছেন রাবিয়া। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় যুবক জানিয়েছেন, পিস্তলটি নাড়াচাড়া করার সময় দুর্ঘটনাবশত সেটি থেকে গুলি বেরিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে তাঁর বয়ানে অসংগতি মিলেছিল। তবে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুনের কথা স্বীকার করে নেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। তাহিরের দাবি, পিস্তলটিতে গুলি ভরা ছিল, তা তিনি জানতেন না। দম্পতির বাড়ির পরিচারকও একই দাবি দাবি করেছেন। রাবিয়ার দেহটি উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে নমুনাও সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক দল। সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হবে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। রাবিয়ার মৃত্যুতে পাক সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মার্কিন এআই-কর্তার থেকে তথ্য হাতানোর অভিযোগ অস্বীকার চিনের

বেজিং, ৯ নভেম্বর: মহিলা গুপ্তচর পাঠিয়ে মার্কিন এআই সংস্থা এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ খারিজ করল চিন। সোমবার চিনা বিদেশ মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেজিংয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর উদ্দেশ্যে এ সব ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের রিপোর্টে দাবি, অ্যালিস নামের ওই মহিলাকে নিয়োগ করেছিল চিনের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রক এমএসএস। অভিযোগ, চিনে উন্নত মানের সেমিকন্ডাক্টর এবং এআই চিপ রপ্তানির জন্য বিধিনিষেধ শিথিল করতে চাইছিলেন জেনসেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে এ বিষয়ে রাজি করার চেষ্টাও করছিলেন তিনি। অ্যালিসের 'প্রভাবেই' তিনি এমন সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইঙ্গিত। যদিও চিনের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র জিয়াকুনের মন্তব্য, 'যে মহিলার কথা বলা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে চিন সরকারের কোনও সম্পর্কই নেই।'

বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার কোনও অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হুয়াং হয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে এনভিডিয়ার তদন্ত সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে চিনের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, 'তথাকথিত চিনা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগটির কোনও ভিত্তি নেই। এটি চিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।' সিঙ্গাপুরভিত্তিক মেগাস্পিড নামের এক সংস্থায় কর্মরত অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন জেনসেন। এআই-নির্ভর চিপ নির্মাণে বিশ্বের প্রথম সারির সংস্থা এনভিডিয়ার বেশ কিছু তথ্যও হুয়াং চিনা গুপ্তচর অ্যালিসকে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এ কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। এনভিডিয়া কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, মার্কিন গোয়েন্দারাও পৃথক ভাবে ঘটনার তদন্ত করছেন। আমেরিকার সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের একটি রিপোর্টে দাবি, নিজের সংস্থার কর্মচারীদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে একটি লিখিত বিবৃতিতে পরকীয়ার কথা স্বীকার করেছেন ৬৩ বছরের হুয়াং।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the
NEALLISHPARA GOALJAN GP
e-tender is hereby invited by the Prodhan, Neallishpara Goaljan Gram Panchayat,Berhampore Murshidabad West Bengal for (10 nos works. **NIeT- 02/ NGGP/2026-2027.), (04 nos works. NIeT-03/NGGP/2026-2027.), (1 no works. NIeT- 04/NGGP/ 2026-2027.),** Last date of submission- **19/11/2026 At 16.00 PM.**
For details visit-**https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Prodhan
Neallishpara Goaljan GP

BALTI NITYANANDAKATI GRAM PANCHAYAT
P.O.-Balti,P.S.-Swarupnagar, 24th pgs(N)
NIT has been invited by the, Balti Nityanandakati GP under Swarupnagar Development Block,24th Pgs.(N) vide **e-NIT No. 01/BNGP/15th FC tied/2026-27** dated **06.11.2026 (Memo No. 473/BNGP/ 2026)** and e-NIT **No. 02/ BNGP/15th FC untied/2026-27** dated **06.11.2026** (memo no. 474/BNGP/2026), Last date of bid submission for both the e-NIT is **12.11.2026 up to 4.00 PM**. For details follow the office notice board and website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Balti Nityanandakati Gram Panchayat

e-Tender Notice
Office of Rajadanga GP, Kranti, Jalpaiguri
Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide **NIT Nos. 01/RGP/KRANTI/2026-27 & 02/RGP/KRANTI/2026-27 Dated 09/11/2026.** For more details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- E.A., Rajadanga GP
Kranti Block: Jalpaiguri

Office of the
Block Development Officer
Nabagram, Murshidabad
08 / B.D.O. / VBGRAMG / NABAGRAM / 2026-27
Block Development Officer, Nabagram Development Block invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for for mentioned work. Website– **htpp://wbtenders.gov.in.** Tender **Id: 2026_ZPHD_5084771_1to_5 for NIeT. No 08 / B.D.O. / VBGRAMG / NABAGRAM/2026-27, Dt. 07/11/2026**. Details information is available at the website and office of the undersigned on any working days.
Sd/- Block Development Officer
Nabagram Development Block

NOTICE INVITING e-Tender
Reference Memo No 2976/ BDO/ KDP/2026-27 Dated- 06/11/2026
e-Tender Notice no-**06/2026-27** for Construction of Boys Toilets at different units of 24 nos Schools at different Gram Panchayats under Kakdwip Development Block. Fund-PBSSM.
Look for detail you may visit and office notice board & **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

OFFICE OF THE
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
PROSADPUR, HARIBHANGA, MURSHIDABAD
NIeT No.- MSD/LALBAGH/ PROSADPUR/02/2026-27. Date of publishing– **07-11-2026 from 16.00 hours** on **https://tenders.wb.gov.in**
Bid downloading start from–**07-11-2026 from 16.00 hours.** Bid downloading ends–**20-11-2026 from 16.55 hours.**
For further details please contact Prosadpur GP
Sd/- Partha Sarathi Saha
Executive Assistant
Prosadpur Gram Panchayet

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ **৩০.১১.২০২৬ তারিখ বেলা ১১.০০টায়** বন্ধের তারিখ ও সময় সহ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **ক্রমিক নংঃ ১। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_৩৭। কাজের বিবরণঃ** নিম্নলিখিত কাজের জন্য সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজঃ (ক) আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা-আসানসোল সেকশনের মাঝে ৪টি নন-ইন্টারলকড প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট (এলসি নং কেএ-১৪৩, ডিকে-১, ডিআর-৪ ও ডিআর-৫) অপসারণ। (খ) আদ্রা ডিভিসনের লেভেল ক্রসিং নং জেসি-১৩, কেএ-১৫৩ ও জেসি-৩-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩০,১৫,৬৯১.৬১ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ২। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_৩৯। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে টিভিইউ ১০,০০০-এর বেশী এমন ৭টি নন-ইন্টারলকড এলসি গেট (কেএ-২৫, পিকে-২১, কেএ-৬৮, পিকে-১০, পিকে-১২, কেএ-২৪ ও জেসি-১৬)-এর ইন্টারলকিং সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৫৬,০৫,৯১৫.৮০ টাকা। **(PR-989)**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/JNNURM-I/T-06/2026-27
Online two-part percentage-premium e-tender on turn-key basis is invited by the Executive Engineer (E/M)/JNNURM-I, E/M Sector, KMDA, 6th floor, Unnayan Bhawan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from from the agencies having successfully completed the work of 'Operation and Maintenance work of a Pumping Station and of a H.T. Sub Station not less than 984 m3 / hr capacity in Drinking Water Project using the Surface Water' in any Government / Govt. Undertaking/ Autonomous Bodies / Semi-Govt./ Statutory Bodies / Local Bodies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Round the clock guarding, operation & minor maintenance of 3200 m3 / hr capacity Raw water Pumping station with sub- station at Glasskol Ghat, Titagarh for 34 months., Rs.66,16,438.40, Rs.1,32,329/- (Balanced amount to determine @ 2% of contract / accepted amount is to be deposited before issuing of order), 34 months, **Date & time limit for submission of Tender:** 02.12.2026 upto 12:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-731)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19829(3)/2026

ময়দান



টানা ম্যাচের ধকল কাটাতে লম্বা ছুটি মোহনবাগানে স্বস্তি আপুইয়া-মিগুয়েলের ফিটনেসে

একদিনের সিরিজের মাঝেই টেস্টের ছক, নিউজিল্যান্ডে থেকে যাচ্ছেন ভারতের তিন পেসার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের সিরিজের লড়াই চলছে। কিন্তু ভারতীয় শিবিরের নজর ইতিমধ্যেই পরবর্তী বড় পরীক্ষায়। ১৯ নভেম্বর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। তার আগে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না টিম ইন্ডিয়া। তাই একদিনের সিরিজ শেষ হলেও নিউজিল্যান্ডেই থেকে যাবেন তিন ভারতীয় পেসার অর্কিব নবি, গুরনুর ব্রার ও অর্শদীপ সিং। টেস্ট দলের অনুশীলনে সাহায্য করতেই তাঁদের রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় শিবির। সোমবার এই খবর জানিয়েছেন সহকারী কোচ সীতাংশু কোটাক।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলছে ভারত। মঙ্গলবার হ্যামিল্টনে হবে তৃতীয় ম্যাচ। তার পরেই টেস্ট দলের ক্রিকেটাররা ওয়েলিংটনে গিয়ে প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেবেন। ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সেই শিবির। শুভমন গিল, কে এল রাহুল, কুলদীপ যাদব ও অংশুল কম্বোজ তৃতীয় ম্যাচের পরেই ওয়েলিংটনে রওনা দেবেন। সেখানে পাঁচ থেকে ছ'টি অনুশীলন পর্ব পাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় দলের।

কোটাক জানিয়েছেন, গুরনুর, নবি এবং অর্শদীপের নিউজিল্যান্ডে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টেস্টের প্রস্তুতিতে তাঁদের বোলিং কাজে লাগাতে চায় দল।

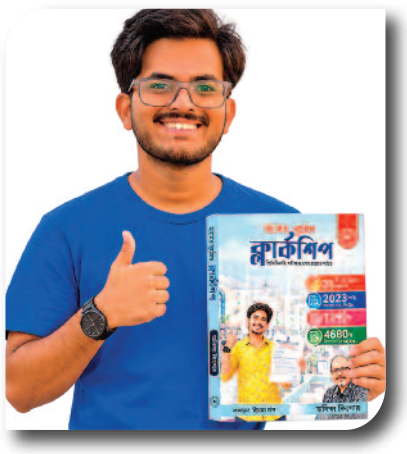
নিজস্ব প্রতিবেদন: একটানা ম্যাচ খেলার ধকল কাটিয়ে নতুন করে নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পাচ্ছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের পর পরবর্তী প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স। সেই ম্যাচ খেলতে এখনও প্রায় দু'সপ্তাহ বাকি। ফলে হাতে থাকা এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে ফুটবলারদের শারীরিক ও মানসিকভাবে তরতাজা করে তুলতে চাইছেন সবুজ-মেরুন কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। সেই কারণেই দলের বেশিরভাগ ফুটবলারকে কয়েকদিনের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে শুধু বিশ্রাম নয়, মোহনবাগান শিবিরে এখন সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর চোট সারিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আপুইয়া এবং মিগুয়েল।

আগামী ২২ নভেম্বর গোয়ার মাটিতে চার্চিল ব্রাদার্সের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। সেই ম্যাচের আগে ফুটবলারদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে চাইছেন কোচ। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দলের খেলোয়াড়দের ছুটি দিয়েছেন দিলেমপেরিস। শুধু ফুটবলাররাই নন, এই সময়ের মধ্যে নিজের দেশেও ফিরে গিয়েছেন সবুজ-মেরুন কোচ। দীর্ঘদিন ধরে ঘনঘন ম্যাচ খেলতে হওয়ায় ফুটবলারদের উপর যে শারীরিক চাপ তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে পারছেন কোচ। তাই পরবর্তী ম্যাচের প্রস্তুতি শুরুর আগে তাঁদের কিছুটা সময় নিজের মতো করে কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি।

কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন দলের একাধিক ফুটবলার। বিদেশি ফুটবলারদের অনেকেই শহর ছেড়েছেন। তবে কলকাতাতেই থেকে যাচ্ছেন দেজন দ্রাজিচ। অন্যদিকে, জাতীয় দলের দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন লিস্টন কোলাসো এবং বিশাল কাইথ। জাতীয় দলের শিবিরে থাকা ফুটবলারদের বাদ দিয়ে বাকিদের শুক্রবার থেকে ফের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছুটি শেষ হলেই চার্চিল ম্যাচকে সামনে রেখে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দেবে মোহনবাগান।

এদিকে, চোটের সমস্যা কাটিয়ে দলের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের ফিরে আসা কোচের কাছে বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে জেমি ম্যাকলারেনের সুস্থ হয়ে ওঠা সবুজ-মেরুন শিবিরে স্বস্তি বাড়িয়েছে। চোটের কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকার পর ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে অল্প সময়ের জন্য মাঠে নামতে দেখা গিয়েছে। মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। যদিও নিজে গোলের মুখ খুলতে পারেননি, তবে তাঁর মাঠে ফেরাটা দলের আক্রমণভাগের শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাকলারেন মাঠে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই লি এরউইনের পা থেকে আসে ম্যাচের জয়সূচক গোল। ফলে আগামী ম্যাচগুলিতে ম্যাকলারেনের কাছ থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্সের আশা করছেন সমর্থকরা।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ২৯১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (II), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়াম-এর কাছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ইরিগেশন/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিবন্ধিত এবং অনুরূপ প্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা ও আর্থিকভাবে সক্ষম দরদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **(সিনি.ডিইএন/২/হাওড়া)। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নং. ২৯১_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ** ঃ হাওড়া ডিভিশন টিআরআর(পি)-৩৩.৪৭৩ টিকেএম লোকেশনঃ বালি-শক্তিগড় ঃ ৩য় লাইন ৯৩.৬১১ - ৯৪.৪৬৬ = ০.৮৫৫ কেএম, বালি-শক্তিগড় ঃ রিভার্স লাইন ৭১.৬৩৯-৭৩.০৪৫ = ১.৪০৬ কেএম, রিভার্স লাইন ৭৬.০০০ - ৭৭.৩০০=১.৩ কেএম, রিভার্স লাইন ৭৯.৩৪৯-৮১.০০০ = ১.৬৫১ কেএম, রিভার্স লাইন ৯৩.০০০-৯৩.৩১৪ = ০.৩১৪ কেএম আপ কর্ড ৭৭.২৮৪ - ৭৯.৪১৮ = ২.১৩৪ কেএম, শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ঃ ডাউন কর্ড ৯৬.২৫০ - ৯৭.৪০০ = ১.১৫ কেএম, আপ কর্ড ৯৫.২০০ - ১০৪.০০০ = ৮.৮ কেএম, ব্যান্ডেল-শক্তিগড় ঃ ডাউন ৯০.৮০০ - ৯১.২৫৫ = ০.৪৫৫ কেএম, রিভার্স ৯১.২৮৬ -৯৩.০২০ = ১.৭৩৪ কেএম, আপ ৯৪.৮০৮- ৯৫.২০০ = ০.৩৯২ কেএম, বর্দ্ধমান-খানা ঃ ডাউন১ ১০৬.৭৩০-১০৭.২০০ = ০.৪৭ কেএম, আপ২ ১০৬.৭৩০-১০৭.১০০ = ০.৩৭ কেএম, খানা-সাঁইথিয়া ঃ ডাউন ০.০০০ - ১.০০০ = ১ কেএম; শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ঃ ডাউন ৯৯.৭৭১ - ১০৪.০০০ = ৪.২২৯ কেএম, ডাউন১ ১০৬.৫০০ - ১০৬.৭৩০ = ০.২৩ কেএম, ডাউন কর্ড ১০৬.৪৪০-১০৬.৫৫০ = ০.০৬ কেএম, আপ ৯৫.২০০-১০০.০১৭ = ৪.৮১৭ কেএম, আপ ১০২.৩২৪ - ১০৪.০০০ = ১.৬৭৬ কেএম, আপ ১০৬.৩০০-১০৬.৫০০ = ০.২ কেএম, আপ২ ১০৬.৫০০-১০৬.৭৩০ = ০.২৩ কেএম, টিবিআর-৪.২১৯ টিকেএম লোকেশনঃ বর্দ্ধমান-কাটোয়া ঃ এসএল ৫.৫০০-৫.৮৫০ = ০.৩৫০ কেএম. ৭.০৯৫-৭.২২৮ = ০.১৩৩ কেএম. ৭.২৫৮-৭.৪২৪ = ০.১৬৬ কেএম, ৭.৪৬৩ - ৭.৬৪৫ = ০.১৮২ কেএম. ৯.৩৯০-৯.৬৯০ = ০.৩০০ কেএম, ১১.৬৬৫-১১.৯৬০ = ০.২৯৫ কেএম, ১৪.১১৪-১৪.৩৯০ = ০.২৭৬ কেএম, ১৮.৫০০-১৮.৮৯০ = ০.৩৯০ কেএম, ২৫.১৬০-২৫.২৪০ = ০.০৮০ কেএম, ২৫.৬৬০-২৫.৭২৮ = ০.০৬৮ কেএম, খানা-সাঁইথিয়াঃ আপ ০.০৬০-১.০০০ = ০.৯৪০ কেএম, ২.০০০-২.৪০০ = ০.৪০০ কেএম, শক্তিগড়-বর্দ্ধমানঃ ডাউন কর্ড ১০৪.৪০০-১০৪-৪৫৭ = ০.০৫৭ কেএম, ডাউন ৯৯.৫৭৪-৯৯.৮৬০ = ০.২৮৬ কেএম, ১০৪.৪০৪-১০৪.৫০০ = ০.০৯৬ কেএম, আপ কর্ড ১০৪.৪০০-১০৪.৫০০ = ০.১০০ কেএম, আপ ১০৪.৪০০-১০৪.৫০০ = ০.১০০ কেএম, এইএন/বর্দ্ধমান, সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং অধীনে। **আনুমানিক মূল্য (টাঃ)ঃ** ৩,০৯,৬৮,০৭৯.৯৫ টাকা; **বায়না মূল্য (টাঃ) ঃ** ৬,১৯,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাঃ)ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে কোনো কারণে ছুটি, বন্ধ বা ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ একই থাকবে; কারণ IREPS-এর ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পর আর কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার প্রক্রিয়াটি পরবর্তী কাজের দিন করা যাবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়



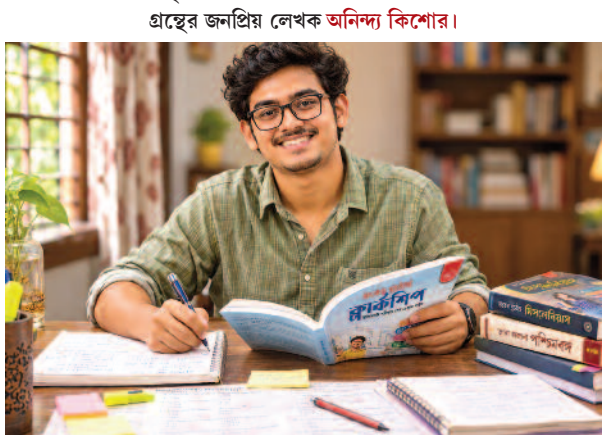
টার্গেট



হাতের মুঠোয় ক্লার্কশিপ

পর্ব ২

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আসন্ন ক্লার্কশিপ প্রিলিতে বসতে চলেছে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ পরীক্ষার্থী। সাড়ে আট হাজার পদের জন্য। অর্থাৎ প্রতিটি একটি পদের জন্য ১০০ জন পরীক্ষার্থী লড়াই করবেন। এই অসম লড়াইয়ে তোমার সাফল্য কী ভাবে আসবে? এই অল্প সময়ে কী ভাবে তুমি ক্লার্কশিপ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে, তাই জানালেন ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পদস্থ আধিকারিক এবং সরকারি-চাকরি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক অনিন্দ্য কিশোর।



উৎসবের আলোয় চাকরির দুশ্চিন্তা

বাইরে এখনও আলো, মিষ্টি আর ভাইফোঁটার প্রস্তুতি; ভিতরে অনেকের টেবিলে খোলা পড়ে আছে ক্লার্কশিপের বই। দুর্গাপুজো, কালীপুজো মিটেছে। সামনে ছট, জগদ্ধাত্রী আর কার্তিকপুজো। বারো মাসে তেরো পার্বণের রাজ্যে বেকার তরুণ-তরুণীদের মনে আনন্দের পাশে চাকরির দুশ্চিন্তাও কম নয়। ক্লার্কশিপ প্রিলিমিনারি সম্ভবত ডিসেম্বর বা জানুয়ারির শুরুতেই। এই ফাঁকে বাংলা-মাধ্যমের বহু পরীক্ষার্থীর বুক কাঁপে ইংরেজির কথা ভেবে। অথচ সেই ভয়ের অনেকটাই অকারণ। আর তা কাটানোর পথ লুকিয়ে আছে আগের বছরের প্রশ্নপত্রেই।

বিগত ছ'টি প্রশ্নপত্র, একটাই ছক

আগের ছ'টি প্রশ্নপত্র, অর্থাৎ ২০২৩-এর চারটি সেশন ও ২০১৯-এর দু'টি, খুঁটিয়ে দেখেছি। প্রতিটিতে ইংরেজি ঠিক ৩০টি, মোট ১৮০টি। এখানে চমক নেই, আছে ছক। সবচেয়ে বেশি এসেছে Preposition (১৯টি) ও Idiom (১৭টি), দু'টিই ছ'টি পত্রের প্রত্যেকটিতে। তার পরে Sentence Transformation (১৪টি), Synonym (১৩টি), এবং Phrasal Verb, Voice ও Spelling-এ বারোটি করে। ২০১৯ থেকে ২০২৩-এ বদলটাও স্পষ্ট, যদিও ২০১৯-এর নমুনা মাত্র দু'টি পত্র, তাই এটি প্রবণতা, নিশ্চয়তা নয়। ২০১৯-এর ৬০টির মধ্যে বাক্য-রূপান্তর ছিল মাত্র ২টি, ২০২৩-এর ১২০টিতে ১২টি। Phrasal Verb ২ থেকে ১০। উল্টো দিকে বাক্যের মধ্যে উপযুক্ত শব্দ বসানোর প্রশ্ন ৮ থেকে নেমেছে ২-এ। অর্থাৎ শুধু শব্দের মানে জানলে চলছে না। বাক্য ভেঙে গড়তেও জানতে হচ্ছে। নিয়ম জানা এক কথা, বাক্যে খাটানো আর এক। Preposition-এর প্রশ্নে afraid of, good at বা approve of-এর মতো জোড় চিনলেই উত্তর মেলে। ফাঁদ থাকে ছোট জায়গায় bear ও bare, later ও latter, কিংবা 'So do I'-এর মতো উত্তর। 'The mason is building the wall'-এর Voice পরিবর্তন ২০২৩-এর দু'টি সেশনেই এসেছে। হুবহু প্রশ্ন কম ফেরে, ফেরে ছাঁচ। তাই বিগত বছরের প্রশ্ন মুখস্থের নয়, শেখার উপকরণ।

রোজকার ছোট অভ্যাসেই বড় প্রস্তুতি

প্রস্তুতির ক্রমও এখান থেকেই। আগে ভিত্তি Preposition, Voice, Tense ও Subject, Verb Agreement-এর নিয়ম, সঙ্গে Sentence Transformation-এর কয়েকটি ছাঁচ। রোজ একটি ছোট টপিক ঝালিয়ে নাও, পাঁচটি নতুন শব্দ বা Idiom শেখো, আর ১৫ থেকে ২০টি MCQ করো। Idiom ও Phrasal Verb আলাদা করে মুখস্থ নয়। নিজের বানানো একটি বাক্যে বসিয়ে শেখো। ভুল উত্তরগুলি কারণ-সহ একটি খাতায় লেখো। দু'-তিন দিন পরে আবার করো, আর নিয়মটি নতুন বাক্যে খাটিয়ে দেখো। Voice-এর রূপান্তরে Tense না বদলানোর নিয়মটি প্রতিটি নতুন বাক্যে মিলিয়ে নাও। সময় ধরে অনুশীলন করলে গতি আসবে। কিন্তু 'সহজ' ভেবে তাড়াহুড়োয় টিক দিলে সমোচ্চারিত শব্দ আর Preposition-এর ফাঁদে পড়বে। লম্বা বসার চেয়ে রোজ অল্প সময়ের নিয়মিত অভ্যাস বেশি কাজের। সপ্তাহের শেষে ভুলগুলি একসঙ্গে দেখলে কোন ছাঁচে বারবার আটকাচ্ছ, তা নিজেই ধরা পড়বে।

প্রথম ধাপটা আজই

ইংরেজি পাহাড় নয়, সিঁড়ি। নিয়ম বোঝো, প্রশ্নের ছাঁচ চেনো। রোজ একটু করে এগোও। ভুল কমলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে, ভয়ও আর থাকবে না। ত্রিশ নম্বরের সেই সিঁড়িতে প্রথম ধাপটা আজই করে ফেলো।

অত্যন্ত সম্ভাব্য ২৫টি ইংরেজি MCQ

1. Choose the correct preposition: She is allergic __ dust.
(A) with
(B) to
(C) from
(D) of

2. Choose the correct preposition: He was accused __ stealing a mobile phone.
(A) for
(B) with
(C) of
(D) by

3. Choose the correct option: The meeting has been postponed __ next Friday.
(A) at
(B) on
(C) by
(D) until

4. Complete the idiom: A stitch in time saves __.
(A) nine
(B) five
(C) ten
(D) seven

5. Replace the italic portion with an idiom: Rima 'accidentally revealed the secret' at the party.
(A) broke the ice
(B) let the cat out of the bag
(C) bit the dust
(D) hit the nail on the head

6. What does the idiom 'to burn the midnight oil' mean?
(A) to waste fuel
(B) to light a lamp for prayer
(C) to sleep late
(D) to work late into the night

7. Rewrite in the comparative degree: No other boy in the class is as clever as Arun.
(A) Arun is cleverer than all boys in the class.
(B) Arun is the cleverer than any other boy in the class.
(C) Arun is cleverer than any other boy in the class.
(D) Arun is more cleverer than any other boy in the class.

8. Rewrite using 'so ... that': She is too weak to lift the box.
(A) She is weak enough to lift the box.
(B) She is so weak that she can lift the box.
(C) She is so weak that she cannot lift the box.
(D) She is not so weak that she cannot lift the box.

9. Turn the following sentence into a question: Nobody can deny the truth of this statement.
(A) Who can deny the truth of this statement?
(B) Can nobody deny the truth of this statement?
(C) Who cannot deny the truth of this statement?
(D) Why can anybody deny the truth of this statement?

10. Select the word similar in meaning to 'Candid':
(A) Secretive
(B) Frank
(C) Careful
(D) Shy

11. Select the word similar in meaning to 'Frugal':
(A) Thrifty
(B) Wasteful
(C) Generous
(D) Hungry

12. Select the antonym of 'Scarce':
(A) Rare
(B) Costly
(C) Plentiful
(D) Little

13. Replace the bold verb with the appropriate phrasal verb: The pilot decided to cancel the flight because of heavy fog.
(A) call on
(B) call for
(C) call up
(D) call off

14. Replace the bold verb with the appropriate phrasal verb: I could not tolerate his rude behaviour any longer.
(A) put up with
(B) put off
(C) put on
(D) put out

15. Change the voice: The manager has cancelled the meeting.
(A) The meeting was cancelled by the manager.
(B) The meeting has been cancelled by the manager.
(C) The meeting had been cancelled by the manager.
(D) The meeting is cancelled by the manager.

16. Change the voice: A new bridge will be built by the government next year.
(A) The government will build a new bridge next year.
(B) The government will be building a new bridge next year.
(C) The government would build a new bridge next year.
(D) The government has built a new bridge next year.

17. Identify the correctly spelt word:
(A) Occurence
(B) Occurrence
(C) Occurrance
(D) Ocurrence

18. Fill in the blank: The principal gave the students some sound __.
(A) advise
(B) advices
(C) advisor
(D) advice

19. Fill in the blank: The speaker's __ remarks hurt several members of the audience.
(A) tactful
(B) generous
(C) polite
(D) insensitive

20. A person who walks in his sleep is called a/an
(A) somnambulist
(B) insomniac
(C) pedestrian
(D) narcissist

21. The plural form of 'Crisis' is
(A) Crisises
(B) Crisis
(C) Crises
(D) Crisees

22. Fill in the blank: By the time the guests arrived, we __ the preparations.
(A) had finished
(B) finished
(C) have finished
(D) finish

23. Fill in the blank: Neither the teacher nor the students __ present yesterday.
(A) is
(B) has been
(C) was
(D) were

24. Identify the type of the bold clause: The book that you lent me was very interesting.
(A) Noun clause
(B) Adjective clause
(C) Adverb clause
(D) Principal clause

25. The noun form of 'Decide' is
(A) Decisive
(B) Decided
(C) Decision
(D) Decidedly

সঠিক উত্তর

১. (B)	২. (C)	৩. (D)	৪. (A)	৫. (B)
৬. (D)	৭. (C)	৮. (C)	৯. (A)	১০. (B)
১১. (A)	১২. (C)	১৩. (D)	১৪. (A)	১৫. (B)
১৬. (A)	১৭. (B)	১৮. (D)	১৯. (D)	২০. (A)
২১. (C)	২২. (A)	২৩. (D)	২৪. (B)	২৫. (C)

শারীর শিক্ষার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ



আমরা সেই প্রজন্ম যারা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম নতুন পাঠ্যসূচীতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম । তখন স্কুলের সাথে সাথে কলেজেও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো শুরু হয়েছিলো। পাঠ্যসূচীতে এসেছিলো বদল। কয়েক বছর পর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, সেই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিলো । তখনকার দিনের বেশ কিছু শারীর শিক্ষাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বে যেসব দেশ খেলাধূলায় পৃথিবী শাসন করে, বা অলিম্পিক গেমসের মতো বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়া উৎসবে পদক তালিকায় উপরের দিকে থাকে, সেই সব দেশে শারীর শিক্ষাকে একশো দেড়শো বছর আগে থেকেই স্কুল গুলিতে গুরুত্বসহকারে প্রথম শ্রেণী থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের যেমন সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, তেমনি তাদের শারীরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা, সময়ানুবর্তিতা, সংঘবদ্ধভাবে চলা, দলগত সংহতি তৈরি করা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, বড়দের মান্যতা দেওয়া, বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থাকা সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো ইত্যাদির সুযোগ মেলে এই একটা মাত্র বিষয়ে। যে বিষয়টিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে স্কুলে পড়ানো দরকার। অথচ সেই বিষয়টি আজ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। শারীর শিক্ষা* বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন ক্রীড়া প্রতিভার খোঁজ পাওয়া যায়, অন্যদিকে এই বিষয়ে রয়েছে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ। আজকের বিশ্বে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি ডলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। এমন একটি বিষয়কে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৪ সালে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো কর্ম শিক্ষাকে। শারীর শিক্ষা ছিলো ৫০ নম্বরের একটি বিষয়। আর তখন পুরো বিষয়টি ছিলো প্র্যাকটিকাল । ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা পড়ানো হতো। থিওরি পড়ানোর ব্যবস্থা না থাকায়, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার সম্যক ধারনা তৈরি হয়নি। একসময় এই বিষয়টি ছাত্র ছাত্রীদের নম্বর তোলার বিষয় হয়ে দাড়ালো। পাঠ্যসূচী বিষয়ক কমিটি তার কারণ অনুসন্ধান না করে, বিষয়টিকে অপশনাল বিষয় করে দিলো। তারও কয়েক বছর পর বিষয়টির আরো করুন পরিনতি ঘটালো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অপশনাল বিষয়টির নম্বর মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশীটে যোগ করা বন্ধ করে দিলো। তাই শারীর শিক্ষার যা করুন অবস্থা হওয়ার তাই হলো। ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকরা এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললো।*

২০১১ সাল এলো নতুন সরকার। মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় হিসাবে পড়ানোরর ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচী তৈরি হলো এবং চালু হলো। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু করে দিলো প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, কিন্তু একজন শারীর শিক্ষার শিক্ষকও নিয়োগ করলো না। শারীর শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যা শুধু শারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই এই বিষয়টি পড়াতে পারেন। তাই প্রাথমিক স্তরে শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিষয়টি মুখ থুবড়ে পড়লো। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা চালু হলো বটে, কিন্তু বিষয়টি স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে যার মধ্যে কণ্যাশ্রীর মতো বেশ কিছু অবান্তর বিষয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর গুনগান অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বইয়ের গুনগত মান স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মতো না হয়ে, বিপিএড পর্যায়ের সমতুল করতে চাইলো সংশ্লিষ্ট শারীর শিক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটি। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলো না। তদুপরি পাঠ্যসূচীর বহর এতো বাড়ানো হলো, যে একটা ঢাউস আকারের বই পেলো ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা। আর যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু হবে, আজ ২০২৬ সালে তার বিদায়ের আগে পর্যন্ত বিষয়টি নবম দশম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। অথচ নবম দশম বাদ দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হলো। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার কোনো উচ্চ শিক্ষাগত (স্নাতকোত্তর),যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা হলো না। মাধ্যমিকে যেসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিলো, তাদের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা চালু হলো। কিন্তু অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে সেইসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের, উচ্চতর স্কেল দাবী করতে পারবে না বলে অঙ্গীকারপত্ত দিতে হয়েছে। শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে শারীর শিক্ষার শিক্ষকগণ রাজী হয়। কিন্তু আশা করা হয়েছিলো, তাদের হয়তো উচ্চতর স্কেল দেওয়া হবে। না, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু কোনো সদর্থক উত্তর মেলেনি। নবম দশম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় করার জন্য তৎকালীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কিছু করেননি।

শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের চারটি সরকারি কলেজ আছে আমাদের রাজ্যে। নিয়োগ দুর্নীতির কারণে এবং স্কুল গুলিতে নিয়োগ বন্ধ থাকায় শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের কলেজগুলো রক্ত শূণ্যতায় ভুগছে। একসময় এইসব কলেজে ভর্তির জন্য কয়েক হাজার ফর্ম জমা পড়তো। এখন কলেজগুলোর নির্দিষ্ট ছাত্র পাওয়া যায়না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কারণে শিক্ষার সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে দৃঢ় ধারণা হয়েছে, লেখা পড়া করে কিছু হবেনা ! তাই পশ্চিম বঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বাণীপুরের প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ,, হুগলি মহিলা সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন, দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ আজ শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এর মধ্যে দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ গত সাত বছর ধরে ভর্তি বন্ধ রয়েছে। কারণ তাদের এন সি টি ই-র নর্ম অনুযায়ী তাদের কলেজে অধ্যাপক নেই। আর এর জন্য অধ্যাপক নিয়োগে ব্যর্থ শিক্ষা দপ্তরের জন্য উত্তর বঙ্গের ছাত্র ছাত্রীদের শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ বঙ্গের কলেজগুলিতে আসতে হয়।

নতুন সরকার আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। সকলের দাবী গত ১৫ বছরের শিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরানো হোক পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাকে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, নৈতিকতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিকাশে শারীর শিক্ষা বিষয়টি অপরিহার্য। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন —

১) প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে এবং যেসব বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা পড়ানো হয়, সেই সব বিদ্যালয়ে বিপিএড ও এমপিএড ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২) প্রতিটি স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডিপ্লোমা কোর্স করা 'যোগ' শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

৩) উত্তর ২৪ পরগণার বাণীপুরে ১০০ একর জমির উপর গড়ে ওঠা স্নাতকোত্তর কলেজকে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক।

৪) ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ধর্মীয় উন্মাদনার নিরসন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটানোর জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ পর্যন্ত শারীর শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যসূচী এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ভালো সমাজ গঠন করা হোক।

৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষকগন দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ বেতন কাঠামো থেকে বঞ্চিত। তাদের উচ্চ বেতন কাঠামো দেওয়া হোক।

৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু একজনও শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে বিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন কোনো শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ করেনি। তাই স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার স্কুল পশ্চিম বঙ্গ থেকে উঠে গেছে। নিয়োগ বন্ধ থাকায় স্কুলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

শারীর শিক্ষা একটি বিজ্ঞান, কলা, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ক্রীড়া বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার। এই বিষয়ের রয়েছে কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ। তাই নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এই বিষয়টির পুনরুজ্জীবিত করা হোক।

লেখক: প্রাক্তন সহ অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, বানীপুর
সম্পাদক, পঃবঃ শারীর শিক্ষা শিক্ষক সংগঠন

পাশ-ফেল প্রথা প্রয়োজন, সীমাবদ্ধতা ও একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথের সন্ধান

রীপা পাল

শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের অক্ষরে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের বোধ, বিবেচনা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মূল্যায়ন। বহুদিন ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তপাশ,ফেলদ প্রথা সেই মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে তাকে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। সমাজে ধীরে ধীরে এমন ধারণা গড়ে উঠেছে যে পাশ মানেই সাফল্যের স্বীকৃতি, আর ফেল মানেই ব্যর্থতার কলঙ্ক। কিন্তু বাস্তবতা কি এত সরল? পাশ,ফেল প্রথা কি সত্যিই শিক্ষার মান রক্ষার একমাত্র উপায়, নাকি এটি আমাদের মানসিকতার একটি পুরোনো কাঠামো?

পাশ,ফেল ব্যবস্থার পক্ষে যে যুক্তিগুলি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়; এমন ধারণা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুতি প্রয়োজন; পাশ,ফেল প্রথা সেই প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরি করে বলে অনেকে মনে করেন। তদুপরি, উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় একটি ন্যূনতম মান নির্ধারণ অপরিহার্য। সবাই সমান দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না; এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে একটি মানদণ্ড প্রয়োজন, যা পাশ,ফেল পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফলে এই ব্যবস্থাকে অনেকেই শিক্ষার মান সংরক্ষণের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রথার সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। তফেলদ শব্দটি অনেক শিক্ষার্থীর কাছে কেবল একটি ফলাফল নয়, বরং আত্মসম্মানে আঘাতের সমান। অল্পবয়সে বারবার ব্যর্থতার তকমা পেলে তাদের মনে ভয়, লজ্জা ও হীনমন্যতা জন্ম নিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়ার



কারণে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শুরু করে। পরীক্ষানির্ভর এই ব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা বাড়ে, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে ভুল করার স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই ভুল থেকেই শেখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রাথমিক স্তরে ফেলবিহীন ব্যবস্থা চালুর পেছনে ছিল শিশুর মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা। ধারণা ছিল, ছোটদের মধ্যে অযথা ভীতি সঞ্চার না করে শেখার আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। কিছু ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক ফলও দেখা গেছে; বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ফেলজনিত আতঙ্ক কমেছে। তবে অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে, বাধ্যবাধকতা না থাকলে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সম্পূর্ণ ফেলবিহীন ব্যবস্থা যেমন প্রশ্নাতীত নয়, তেমনি কঠোর পাশ,ফেল প্রথাও সমাধানের একমাত্র পথ নয়।

মূল সমস্যা আসলে পদ্ধতিতে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা যদি পাশকে চূড়ান্ত সাফল্য এবং ফেলকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হিসেবে দেখি, তবে শিক্ষা তার মানবিকতা হারায়। বরং মূল্যায়ন হওয়া উচিত এমনভাবে, যাতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানসিক বিকাশের প্রতিফলন ঘটে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, উপস্থাপনা, ব্যবহারিক দক্ষতা; এসবের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব। কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তাকে শাস্তি না দিয়ে সহায়তা ও পুনরায় শেখার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এতে ফেল শব্দটি ভয়ের প্রতীক না হয়ে উন্নতির প্রেরণায় পরিণত হবে।

উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবনে একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই মান নির্ধারণের পদ্ধতি যেন মানবিক হয় এবং শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদায় আঘাত না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ নয়; বরং নিজেকে জানার ও গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশ,ফেল প্রথা যদি সেই গড়ে ওঠার পথে সহায়ক হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য; আর যদি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার সংস্কার অপরিহার্য।

অতএব, পাশ,ফেল প্রথা থাকা বা না থাকা; বিষয়টি সাদা-কালো নয়। এর উভয় দিকেই যুক্তি ও বাস্তবতা রয়েছে। প্রয়োজন একপাক্ষিক অবস্থান নয়, বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষা তখনই সত্যিকার অর্থে সফল হবে, যখন তা ভয়ের নয়, প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে; যখন ব্যর্থতাকেও শেখার একটি স্বাভাবিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। পাশ ও ফেল; এই দুই শব্দের বাইরে গিয়ে যদি আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারি, তবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সত্যিকার অর্থে আলোকিত ও ফলপ্রসূ।

ভিভো ইগনাইটে সেরা উদ্ভাবনের পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিভো ইন্ডিয়ার উদ্যোগ 'ভিভো ইগনাইট ২০২৬'-এর জাতীয় স্তরের সেরা ১০ পড়ুয়ার উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। প্রথম হয়েছে গুজরাটের সুরাটের আরএমজি মাহেশ্বরী ইংলিশ স্কুলের ধেয়ায় শাহ। তার তৈরি 'জলাকার' যন্ত্রশিক্ষণ প্রযুক্তির সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের প্রাপ্যতা নির্ণয় ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবে। ২৮ অক্টোবর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের এই প্রতিযোগিতায় ১২ হাজারের বেশি স্কুলের ৩৮ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া অংশ নেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় অবদানের জন্য ১০ জন শিক্ষককেও সম্মানিত করা হয়।